প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

এস দত্ত কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং হাউস, ৩৩বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২ হইতে
শ্রীকালিপদ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

বেবী—কে

চরিত্র

সমীর দত্ত	—	কুমার শোভন
মন্টু চাটুজ্যে	—	শ্যামল মুখোপাধ্যায়
প্রভাত ঘোষাল	-	শুভেন্দু শেখর
সুশীল মিত্র	-	তরুণ দত্ত
নরেশ রায়		দেবব্রত রায়
জলধর বরাট		রঞ্জিত ঘোষ
সত্য গুপ্ত		জিতেন দত্ত
নিতাই গড়গড়ি		অশোক চট্টোপাধ্যায়
সোমা	—	সীমা বিশ্বাস
যূথিকা	—	মায়া রায়
মল্লিকা	—	মন্দিরা দাস

সঙ্গীত : ছন্দনীড় শিল্পী গোষ্ঠী ;

সুর : বীরেন দে।

পরিচালনা : কুমার শোভন

প্রযোজনা : সুদর্শনম্

(নাটকটিতে পিরাণদেল্লোর একটি নাটকের ভাব প্রেরণা আছে)

এক

[মঞ্চের পর্দা ওঠার আগে থেকেই কতিপয় নারী-পুরুষের কলকণ্ঠের ঐকতান শোনা যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই পর্দার সামনে একজন মধ্যবয়সী ব্যক্তি এসে দাঁড়ায়। ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ চল্লিশের কাছাকাছি ; স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন; চোখে মুখে সৌম্য বুদ্ধির দীপ্তি। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, চোখে কালো ফ্রেমের সেলের চশমা। মাথার চুল ব্যাক ব্রাস করা, অবিন্যস্ত ; চুলে ঈষৎ পাক ধরেছে।]

সমীর॥ (দর্শককে) নমস্কার। আমার নাম সমীর দত্ত···পেশা মাষ্টারী ··বলে থাকি প্রফেসর···আসলে লেকচারার। এই ফ্ল্যাটটি আমার·· এই নিজের বাড়ী নিজে করো পরিকল্পনার মোহে পড়ে কিনে ফেলেছি···এবং কিনে মরেছি। না·· না··· ফ্ল্যাটের কোন অসুবিধা নেই · ফ্ল্যাটটা ভালই·· বড় রাস্তার ওপর ·····তিনতলা বাড়ী····জল ··কল···ইলেকট্রিসিটি·· আমার ঘরটা দোতলায়···পাশে আর একটা ফ্ল্যাট আছে···সেখানে এক বৃদ্ধ দম্পতি, নরেশবাবু এবং যূথিকা দেবী না···না·· যূথিকাদেবী এবং নরেশবাবু বাস করেন। তার ও পাশে থাকে আর এক নবদম্পতী প্রভাত এবং মল্লিকা। একতলায় দুটো ফ্ল্যাট খালি··· আপনারা যে কেউ ইচ্ছে হলে আসতে পারেন ··আর তার পাশেরটা ব্যাচিলার্স ডেন।·ওখানে মন্টু চাটুজ্যে···আমারি বন্ধু · এবং আরো দুচার জন থাকেন, তাঁদের কেউ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ,

কেউ পরিণয় প্রার্থী, কেউ আবার যাকগে....মানে মোটের ওপর বেশ একটা হরেকরেকম্বা ব্যাপার আর কি। ওই ফ্ল্যাট বাড়ী যেমন হয়। এই নিয়েই চলছিল বেশ....কিন্তু মশায় হঠাৎ বিপদ বাঁধিয়েছেন আমাদের মাথার ওপরের তিন তলার ফ্ল্যাটের একজন আগন্তুক···ভদ্রলোকের নাম··· (নেপথ্যে হাসির শব্দ) উঃ সকাল থেকে একটানা···চলেছে···গলাও তো ধরে না? (পর্দা সরিয়ে) সোমা···শুনছো····সোমা · প্লীজ তোমরা একটু চুপ করো···সোমা···নাঃ কোন কথা কাণে যাবার নয়। ওদের ওই হাসি আর ফিসফিস গুজ গুজ···আমার নার্ভকে মশায় একেবারে···উঃ কবিরা আবার সোহাগ করে এর নাম দিয়েছেন কলকাকলী···আমার মনে হয় আসলে ওই 'কাকলী'র 'কাক'টাই ছিল কবির লক্ষ্য···গৃহবিপ্লবের ভয়ে ·· (নেপথ্যে আবার হাসি) আঃ সোমা···

[যবনিকার পর্দা দুদিক দিয়ে টেনে সরিয়ে দেয়। সোমা, যূথিকা, মল্লিক, মন্টু, সুশীল, নরেশবাবু সবাইকে বসে থাকতে দেখা যায়।]

ওই যে প্রজাপতির মত ফুরফুর করে উড়ছেন—উনিই সোমা —অর্থাৎ আমার—কী বলবো—পরিচালক : আর ওই যে বুড়ো দামড়া হ্যা—হ্যা—করে হাসছে—ওটা মন্টু—আর ওর পাশে ওই যে বেঁটে বিচ্ছুটি—ওটি আমার শ্যালক সুশীলকুমার—আর ওই যে—এদিকের কোণে তুকাটিতে উলের কী একটা বুনছেন —উনি নরেশবাবু—তার পাশে ফিল্মি-কাগজ নিয়ে পাতা

ওল্টাচ্ছেন প্রভাতের বউ মল্লিকা ; সবে বিয়ে হয়েছে :— আর সবার মাঝখানে সভার মক্ষিরাণী স্বয়ং যুথিকা দি ।

[সোমা জানলার ধার থেকে কী দেখে এসে যুথিকাদি'র কাণে কাণে বলে ; সবাই উদগ্রীব হয়ে শোনে। যুথিকাদি পা টিপে টিপে জানলার কাছে যান—নীচের দিকে তাকান—তারপর সবাইকে হাতের ইশারায় বাইরে আসতে বলেন। সবাই প্রায় হুড়মুড় করে বেরিয়ে যান, সব শেষে নরেশবাবু। তিনি তাড়াতাড়িতে উলের বোনাটা ফেলে যাচ্ছিলেন, মনে পড়তে সেটা আবার নিয়ে বেরিয়ে যান সবার শেষে।]

এই চলছে দিন রাত—কেন জানেন ? নিতাই গড়গড়ির বউ। হ্যাঁ ওই যে আমাদের মাথার ওপরে তিনতলার ফ্ল্যাটে যিনি এসেছেন তাঁর নাম নিতাই গড়গড়ি—সম্প্রতি তাঁর বউ এঁদের সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছেন—কেন ? সেই কেন'র কথাটা আমি বুঝিনা বলেই তো—যাকগে পরের কেচ্ছায় আর দরকার নেই—এখন আমি যে কী করে এঁদের হাত থেকে রেহাই পাই সেই উপায় দয়া করে বাতলে দিন—নৈলে সত্যি বলছি আমি পাগোল হয়ে যাবো—উঃ

[ঘরের ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। হঠাৎ কী ভেবে চেয়ার ছেড়ে ওঠে। সতর্ক ভাবে একবার দরজার দিকে তাকায়—তারপর পা টিপে টিপে জানলার কাছে যায়। নেপথ্যে সোমার

গলা শোনা যায়: "এই শুনছো—" সমীর ত্রস্তে নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ে।]

(দর্শককে) দেখেছেন—কৌতুহল বস্তুটা কী সাংঘাতিক ছোঁয়াচে—

[সোমার প্রবেশ]

সোমা ॥ এই শুনছো—ওগো—আঃ মুখটা একটু তোলই না কাগজ থেকে—

সমীর ॥ আঃ—আচ্ছা সোমা, আমি কতদিন তোমাকে বলেছিনা যে আমি যখন পড়াশোনা করি তখন তুমি আমাকে জ্বালাবে না।

সোমা ॥ (গম্ভীর হয়ে) হাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম—আজকাল আমি কাছে এলেই তুমি আমাকে দূরছাই করো—

সমীর ॥ বাঃ দূরছাই কোথায় করলুম!

সোমা ॥ দূরছাই ছাড়া আর কী। যখনই তোমার কাছে আসি তখনইতো দেখি হয় বই নয় কাগজ মুখে নিয়ে বসে আছো। এ সব যে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছুতো তা আমি বুঝি না ভেবেছো?

সমীর ॥ তুমি কি এখন ঝগড়া করতে এলে?

সোমা ॥ না, তুমি পড়ো— (প্রস্থানোদ্যতা)

সমীর ॥ আচ্ছা তুমি কেন বোঝনা বলতো যে, পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তাও চলে। তার মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ এসে 'ওগো', 'হাঁগো' করে খোঁচাখুঁচি করলে সেই চিন্তা কেটে যায়—আমার কষ্ট হয়—

সোমা ॥ তুমি পড়ো না—

সমীর ॥ হ্যাঁ—তাই পড়বো।

[সমীর আবার কাগজে মন দেয়। সোমা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী ভাবে, তারপর হঠাৎ ছুটে এসে অতর্কিতে চিলের মতো ছোঁ মেরে সমীরের হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নেয়।]

উঃ

সোমা ॥ (হঠাৎ কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে) এই নাও

সমীর ॥ কী হলো ?

সোমা ॥ পড়ো

সমীর ॥ (কাগজটা দেখে) এটা উল্টো করে হাতে গুঁজে দিলে কেন ?

সোমা ॥ (গম্ভীর হয়ে) এই রকমই ছিল।

[সমীর এতক্ষণে বুঝতে পারে যে কাগজটা সে উল্টো করে ধরে বসেছিল। হেসে ফেলে সে।]

সমীর ॥ (কাগজটা রেখে) বলো—

সোমা ॥ চিন্তার সুর কেটে যাবে না—

সমীর ॥ দেখো তুমি না আজকাল ভীষণ—

সোমা ॥ থাক। ওসব আর বুড়ো বয়সে মানায় না—

সমীর ॥ তাই বুঝি।—তা বেশ বুড়ো বয়সে যা মানায় তাই বলো। কী বলছিলে—ডাকছিলে কেন ?

সোমা ॥ না—থাক—তুমি তো আবার শুনলেই—

সমীর ॥ আহা শুনিই না—

সোমা ॥ জানো সে এসেছে—

সমীর ॥ কে ?

[সোমা জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। সেখান থেকেই ডাকে]

সোমা ॥ এসো—এসো—আঃ উঠে এসো না তাড়াতাড়ি—

[সমীর উঠে যায়]

সমীর ॥ কী !

সোমা ॥ দেখো—আঃ নীচের দিকে কী দেখছো—ওপরের দিকে তাকাও—ওই জানলার দিকে—সাবধান যেন দেখতে না পায়—

সমীর ॥ ওই তোমাদের নিতাই গড়গড়ির বৌ—

সোমা ॥ আঃ চেঁচিও না। শুনতে পাবে।—সরে এসো না। পরের বৌ-এর দিকে অত হ্যাব হ্যাব করে তাকিয়ে থাকতে হবে না—

সমীর ॥ তুমিই তো দেখতে বললে—

সোমা ॥ আমি একটুখানি দেখতে বলেছি—অতক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে বলিনি। সরে এসো—

[সমীর সরে এসে চেয়ারে বসে। সোমা জানলার কাছে যায়। তারপর সেখান থেকে ফিরে সমীরের কাছে আসে।]

জানো—ওরা ক'দিন ছিলো না।

সমীর ॥ তাই নাকি ?

সোমা ॥ হ্যাঁ।—কাল ফিরেছে—মাঝ রাত্তিরে—

সমীর ॥ মাঝরাত্তিরে।

সোমা ॥ অবশ্য এখানেরটা পাড়া নয়—তাহলে আমরা ঠিক জানতে পারতুম—

সমীর ॥ তোমারা মানে—যুথিকাদি—

সোমা ॥ তুমি যতই ব্যঙ্গ করো…ওদের সব খবর কিন্তু যুথিকাদিই জোগাড় করছেন।

সমীর ॥ রাত এগারোটা পর্যন্ত ওদের ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে থেকে।

সোমা ॥ না। আমাদের সব ডিউটি ভাগ করা আছে—সকাল থেকে দশটা পর্যন্ত সুশীল—তারপর দুপুরটা আমি—বিকেল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যুথিকাদি আর সন্ধ্যের পর থেকে রাত্তির এগারোটা পর্যন্ত নরেশবাবু—

সমীর ॥ বুদ্ধিটা নিশ্চই তোমার যুথিকাদি'র।

সোমা ॥ জানো—ওদের ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু একটা বিচ্ছিরি কেলেঙ্কারী আছে—

সমীর ॥ হ্যাঁ আছে নিশ্চই—নইলে আর তোমার যুথিকাদি'র অত ইনটারেস্ট।

সোমা ॥ দেখো যুথিকাদিকে তুমি যতই ঠাট্টা করো—ওপরে যে ঘটনাটা চলছে তা মোটেই উড়িয়ে দেবার নয়। ওরা নিজেদের যতই স্বামী স্ত্রী বলুক আসলে কিন্তু সন্দেহই হয়—

সমীর ॥ কিন্তু ওরা তো এমন কথা বলেনি কোনদিন।

সোমা ॥ আজ পর্যন্ত ওরা কারুর সঙ্গে কথা বলেছে যে বলবে? এসেছে তো আজ দু মাসের ওপর হয়ে গেল।

সমীর ॥ তাহলে ওরা যে স্বামী স্ত্রী এটাই বা তোমরা ধরে নিচ্ছ কেন?

সোমা ॥ তার মানে তুমি কি বলতে চাও?

সমীর ॥ কিছুই বলতে চাই না। আমি তো দেখছি একজন ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা সম্প্রতি আমাদের ওপরের ফ্ল্যাটে এসেছেন। তাঁরা অত্যন্ত ভদ্র—নিবিরোধী—কারুর সাতে পাঁচে থাকেন না।

সোমা ॥ ভদ্র—নিবিরোধী !!

সমীর ॥ কিছু অভদ্রতা কী করেছেন ওঁরা !

সোমা ॥ আজ ছ মাস হয়ে গেল। প্রতিবাসীর সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় করতে হয় সেটুকুও তাদের বুদ্ধিতে এলো না। তোমার ওই মিটমিটে ডান নিতাই গড়গড়িটি এমন ভাবে যাওয়া আসা করেন, যেন আমাদের তোয়াক্কাই নেই—চোখে চোখ পড়ে গেলে মাথা নীচু করে তাড়াতাড়ি নেবে যান সিঁড়ি দিয়ে—যেন আমরা সব বাঘ ভাল্লুক—

সমীর ॥ ভুল ভাবেন না—

সোমা ॥ কী বললে—

সমীর ॥ না—বলছিলুম যে ভদ্রমহিলার চোখে চোখ পড়লে যে কোন ভদ্রলোকই চোখ নামিয়ে চলে যান।

সোমা ॥ কিন্তু আমরা ওর প্রতিবেশী—

সমীর ॥ এবং ভদ্রমহিলা—

সোমা ॥ কিন্তু ওর বৌ—মানে তুমি যাকে বলছো—

সমীর ॥ আমি কিছুই বলছিনা। ভদ্রমহিলা নিতাই গড়গড়ির বউ হোক বা নিতাই গড়গড়ির বউ না হোক, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। নানান মানুষের নানান রকম, নানান সমস্যা তাই তাদের বিচিত্র আচরণ। শুধু শুধু সে সব নিয়ে

মাথা ঘামিয়ে সুস্থ মনকে ব্যস্ত করবার তো কোন কারণ দেখিনা। তাছাড়া—

সোমা ॥ তাছাড়া কী—

সমীর ॥ তাছাড়া তাতে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপও তো বেরিয়ে পড়তে পারে ?

সোমা ॥ মানে !

সমীর ॥ সব মানেটা অভিধানে নেই। ঘটনাক্রমে হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে। দেখো তোমাদের ওই নিতাই গড়গড়ি লোকটিকে কিন্তু আমার খুব খারাপ বলে মনে হয় না। সে তোমরা যাই বলো !

সোমা ॥ তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার ?

সমীর ॥ না, আলাপ ঠিক নয়। একদিন সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। আমি আসছিলুম, উনি নীচে যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে একটু হেসে নমস্কার করলেন।

সোমা ॥ কথা বললে—

সমীর ॥ না। কিন্তু ভদ্রলোকের হাসিটা আমার খুব বিষণ্ণ মনে হলো। মনে হলো ভদ্রলোকের কোথায় কী যেন একটা কষ্ট আছে। খুব কষ্ট।

[যূথিকাদি ও নরেশ বাবুর প্রবেশ]

যূথিকা ॥ সোমা—সোমা—

সোমা ॥ ওমা অত হাঁফাচ্ছো কেন যূথিকাদি—কী হয়েছে—

যূথিকা ॥ কী হয়নি তাই বল। উঃ সাংবাতিক খবর আছে—দাঁড়া

একটু দম নিয়ে নি—(নরেশ বাবুকে) ওমা তুমি আবার কেন পিছু পিছু এলে?

নরেশ ॥ বাঃ, তুমিই তো বললে যে—

যূথিকা ॥ (সোমাকে) এই হয়েছে ভাই এক জ্বালা। একা একা কোথাও বেরোতে পারিনা। ওঘর থেকে যে একটু এ ঘরে আসবো তাও সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে কেমন যেন ছম্ ছম করে। ও মা তা তুমি কি এখন বসে থাকবে?

নরেশ ॥ চলে যাবো বলছো—

যূথিকা ॥ (সোমাকে) আমি আবার রান্না চড়িয়ে এসেছি ভাই। (নরেশকে) না বলছিলুম যদি ডালটা একটু সাঁতলে নিতে—

নরেশ ॥ না—না—আমি ওসব পারবো না। তার চেয়ে তুমি বরং তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিয়ে চলো আমি বসে আছি। ও তোমার ডাল তুমিই সাঁতলাও—আমি পারবো না।

যূথিকা ॥ কিচ্ছু তুমি পারবে না। (সোমাকে) একটা কাজও যদি ওকে দিয়ে হবার হয় ভাই। সেদিন ওই ললিত ব্যাপারটা নিয়ে ওর বাপের সঙ্গে কথা বলছিলুম....জানিস তো এ বেচ্ছা কাণ্ডের পর সুবলকে নাকি সে বিয়ে করবে না বলেছে—

সোমা ॥ ওদের কথা ছেড়ে দাও যূথিকাদি—

যূথিকা ॥ ওমা ছাড়বো কিরে? সুবল ছেলেটা খারাপ কিসে? না হয় সে ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার নয়—আর ললিতেও ভাই বলিহারী যাই—যেই অমনি এক ইঞ্জিনীয়ার ছোঁড়ার সঙ্গে ভাব করলি অমনি ভুলে গেলি সুবলকে—

সোমা ॥ সে ললি যা ভাল বুঝছে তাই করছে—

যূথিকা॥ না—অত ভাল বুঝলে চলবে না।—তা ওদের ব্যাপারটা নিয়ে কদিন ব্যস্ত ছিলুম তো—তাই ওঁকে বললুম তুমিতো সারাদিন বই মুখে বসেই থাকো—তা ও সব ছাই ভস্ম না পড়ে—আমার উলের বড়িটা একটু তুলে দাও। তিন দিন ধরে শেখালুম ভাই কী করে ঘর তুলতে হয়—ঘর ফেলতে হয়—ও মা—তা শেষ পর্যন্ত সব জট পাকিয়ে এমন কাণ্ড করেছেন—যে তোকে কী বলবো—হ্যাঁ কী যেন বলছিলুম তোকে—ও ললি, ললির সঙ্গে সুবলের বিয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করে এসেছি।

সোমা॥ ওপাড়ার ওদের ব্যাপারে কী একটা খবর আছে বলছিলে যে—

যূথিকা॥ খবর কী আর একটা রে—কিন্তু একা মানুষ কদিক সামলাই বল। নারী সমিতির 'ফেট' আছে—আমাদের বাড়ুজ্জে গিন্নীর বড় ছেলের বউ পোয়াতী হয়েছে—তার জন্যে একটা হরিণঘাটার দুধের কার্ড করে দিতে হবে—কৃষ্ণা আর ওর বরের ঝগড়ার এখনো মিমাংসা হয়নি—মনে হচ্ছে ওরা ডিভোর্সের জন্যে কোর্ট কাছারিতে যাবে—এ্যাদ্দিন গেছে কিনা তাই বা কে জানে—ললির ব্যাপার নিয়ে তো কোনদিকে তাকাবার ফুরসুৎ পাইনি—তারপর আবার মাথার ওপর ঝুলছেন নিতাই গড়গড়ি—

নরেশ॥ এই ভাবে বুনো মোষের পেছনে ছুটে যে তুমি কি আনন্দ পাও তা তুমিই জানো।

যূথিকা॥ তুমি চুপ করো। (সোমাকে) একা মানুষ কদিক সামলাবো বল? তারপর বাড়ীরও যা অবস্থা।

সমীর ॥ হ্যাঁ, শরীরটা যেন আপনার একটু খারাপই হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাই না নরেশ বাবু? কেমন যেন একটু রোগা রোগা হয়ে গেছেন—

যূথিকা ॥ একটু বলোনা ভাই। যা হয়েছে ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো।—হ্যাগা সেদিন কত যেন ওজন করালে আমাকে?

নরেশ ॥ বাহাত্তর কে. জি.

যূথিকা ॥ বোঝ পঁচাত্তর ছিলুম বাহাত্তর হয়েছি। শরীরে কি আর কিছু আছে। ওপর থেকে এই রকম মোটা সোটা দেখালে কী হবে—আসলে সব জল—সারা শরীর জলে ভর্তি। তা ওঁর কী সেদিকে নজর আছে?

নরেশ ॥ কেন সেদিন তো গেলে ডাক্তারের কাছে?

যূথিকা ॥ হ্যাঁ, সে অনেক করে বলা কওয়ার পর। তা ডাক্তার কী বললে সেটা বলো—কী যেন হয়েছে আমার—

নরেশ ॥ বাতিক।

যূথিকা ॥ এক গাদা ওষুধ দিয়েছে ভাই—হ্যাগা ওষুধ খাবার সময়গুলো ঠিক ঠিক মনে করিয়ে দিও। ভুলোনা যেন আবার (সোমাকে) কতদিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হয় একবার দেখ। হ্যাঁ তোকে কী যেন বলতে এলুম—

সোমা ॥ ওপরের ওদের—

যূথিকা ॥ ও হ্যাঁ, সাংঘাতিক খবর ভাই—

সোমা ॥ চলো ওঘরে চলো যূথিকাদি—

যূথিকা ॥ হ্যাঁ, তাই চল। (নরেশকে) হ্যাগা—তুমি তাহলে একটু বোসো। আমি এক্ষুনি যাবো আর আসবো। (সোমাকে) কী

করবো ভাই। একা একা তো যেতে পারবো না, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে। চল্— আয়—

[সোমা ও যূথিকার প্রস্থান]

সমীর ॥ কেমন বুঝছেন দাদা—

নরেশ ॥ আর বোলোনা ভায়া পঁয়ত্রিশ বছর ধরে টেনে বেড়াচ্ছি। অবশ্য গোড়াতে এমন ঠিক ছিলেন না—এই শেষের দিকটাই যেন একটু ভারী হয়ে পড়েছেন।—আচ্ছা ওই নিতাই গড়গড়ির হাত থেকে কী করে নিস্তার পাওয়া যায় বলতো? ওই ফ্ল্যাট নিয়ে ও কি ওই ভাবেই আমাদের ঘাড়ে চেপে থাকবে? আমাদের কো-অপারেটিভ্ মিটিংএ কথাটা একবার পাড়লে হয় না?

সমীর ॥ কী যে করা যায় তা আমিও ভাবছি।

নরেশ ॥ আর ভেবোনা ভায়া। যা করবার তাড়াতাড়ি করো। নৈলে এই বুড়োর প্রাণটা বেঘোরে যাবে।

সমীর ॥ কেন?

নরেশ ॥ আর কেন? জানতো ওই নিতাই গড়গড়ি বেরিয়ে গেলে বউএর কাছে একটা বুড়ো আসে—

সমীর ॥ সে তো নিচে থেকেই জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যায় শুনেছি ··

নরেশ ॥ চুলোয় যাক সে।—সেদিন হঠাৎ হুকুম হলো ওর পিছু পিছু গিয়ে তার ডেরা দেখে আসতে হবে। উনি তো আবার একা বেরোতে পারবেন না, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে গা ছম্ ছম্ করবে।

সমীর ॥ আপনি গেলেন নাকি ?

নরেশ ॥ তা কী করবো। সে একটা বয়েস থাকে যখন ওঁদের মুখের হাসির জন্যে আকাশের চাঁদ ধরতে যেতেও সাধ হয়। কিন্তু এই বয়সে কি আর সে সব পোষায় ভায়া—তবু গেলুম ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে—(গন্ধ শুঁকে) না হে পুড়ছে—

সমীর ॥ পুড়ছে ? কে ?

নরেশ ॥ ওই যে ডাল। বাতাসে গন্ধ পাচ্ছি—আমি যাই—নিতাই আবার···তুমি ভায়া ওঁকে একটু পৌঁছে দিও—একা একা তো আর যেতে পারবেন না, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে আবার গা ছম্ ছম্ করবে—উঃ নাবালক গ্রস্ত গৃহিনী যে কী সাংঘাতিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না—নিজের গিন্নীকে একটু সামলিও ভায়া— [প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে সোমা ও যূথিকার প্রবেশ]

সোমা ॥ কই কোথায় গেলে—এই শোন—বল ভাই যূথিকাদি

যূথিকা ॥ তুমি নাকি বলেছো যে নিতাই গড়গড়ি খুব ভালো লোক ?

সমীর ॥ না ঠিক তা বলিনি—তবে তাকে খুব মন্দ বলে আমার মনে হয়নি। মানে ওপর থেকে যেটুকু দেখেছি আর কী ·

যূথিকা ॥ ভাল মন্দর কী বোঝ তোমরা ?

সমীর ॥ আজ্ঞে তা তো বটেই।

যূথিকা ॥ জানো আমরা যার দিকে তাকাই তার অস্থি-মজ্জা সব কিছু দেখতে পাই। তুঃ ওপর থেকে যেটুকু দেখেছি···ওপর থেকে অনেককেই ভিজে বেড়ালের মতো দেখতে হয়। আসলে

তার ভেতর যে কী সাংঘাতিক শয়তান লুকিয়ে থাকে তা এই মেয়েদের চোখ ছাড়া ধরা পড়ে না বুঝলে।—ভালো মানুষ—শোন আসলে তোমার নিতাই গড়গড়ি হচ্ছে একটা দুশ্চরিত্র লম্পট—মাতাল—

সমীর॥ তাই নাকি।

যূথিকা॥ ওই যে মেয়েটা যেটাকে এতদিন আমরা বউ বলে ভেবেছিলে আসলে তাকে ও ফুসলে বার করে এনেছে। ওই মেয়েটার বাপের নাম জলধর, পটলডাঙায় থাকে·· ওই এক মেয়ে ছাড়া তার তিনকুলে কেউ নেই।

সোমা॥ যূথিকাদির সেজো ননদ নারকোলডাঙায় থাকে, তার কাছ থেকেই সব খবর পাওয়া গেছে।

যূথিকা॥ অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে এর জন্যে। আর এই জল ভরতি শরীর নিয়ে আমাকেই তা করতে হয়েছে। সেদিন ওঁকে নিয়ে নারকোলডাঙায় আমার সেজো ননদ সুনন্দার কাছে গিয়েছিলুম—তা কথায় কথায় তাকে নিতাই গড়গড়ির ঘটনাটা বলি—

সোমা॥ সব কথা শুনে সে আবার তার সেজো জাকে গল্পটা করে।

যূথিকা॥ ক্ষেন্তী। মেছোবাজারে থাকে। তা ক্ষেন্তী আবার করে টালায় গিয়ে তার ভাই বউ বুঁচিকে গল্পটা শোনায়—বুঁচির বাপের বাড়ী হলো টালিগঞ্জের ঐ যে বাপু কী যেন নাম রাস্তাটার—

সোমা॥ আনোয়ার শা রোড যূথিকাদি।

যূথিকা॥ হ্যাঁ, সেই আনারস রোডের বাপের বাড়াতে এসে বুঁচি

আবার ঘটনাটা ওর ননদ কেয়াকে গল্প করে। সেই কেয়াই নাকি সব তত্ত্ব উদ্ধার করেছে।

সমীর ॥ মানে টালিগঞ্জ জানালো টালাকে, টালা জানালো মেছোবাজারকে, মেছোবাজার নারকোলডাঙাকে, নারকোলডাঙা জানালো বালিগঞ্জকে ?

যূথিকা ॥ বোঝ ? সে কী কাঠ খড়ই না আমাকে পোড়াতে হয়েছে। আর তুমি একদিন সিঁড়িতে সেই হাড়-হাবাতেকে দেখেই বুঝে গেলে যে সে নাকি মন্দ নয়—একি উনি আবার কোথায় গেলেন—

সমীর ॥ ডাল সাঁতলাতে—

যূথিকা ॥ ডাল ? ও হ্যাঁ—(সোমাকে) ভুলেই গিয়েছিলুম ভাই —(সমীরকে) শোন এর একটা বিহিত করতেই হবে বুঝলে—

সমীর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—

যূথিকা ॥ না-না ওই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা কিছু করতে যেও না। যা করবার আমরাই করবো। তোমরা শুধু মুখ বুজে থাকবে।— কই এসো দিকিনি একটু আমার সঙ্গে—পথের মাঝখানে আবার ওই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে—সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ না থাকলে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করে। এসো।

[সমীর এবং যূথিকার প্রস্থান। সোমা একা থাকে ঘরে। সে জানলার কাছে যায়—সন্তর্পণে দেখে বাইরেটা। টেলিফোন বাজে। সোমা রিসিভার ধরে।]

সোমা ॥ হ্যাঁ—কে ?—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

[রিসিভার নামিয়ে রাখে, সমীর আসে।]

সমীর ॥ ও: তোমাদের যুথিকাদি না—কী হলো ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে আছো—

সোমা ॥ হ্যাঁ গো তুমি সত্য গুপ্ত বলে কাউকে চেনো—

সমীর ॥ সত্য গুপ্ত ?—সত্য—হ্যাঁ হ্যাঁ—কেন বলতো ?

সোমা ॥ ফোন করেছিলেন।

সমীর ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা কী বললে ?

সোমা ॥ এখানে আসছেন—দুচার দিন না কি থাকতে হবে, খুব জরুরী কাজ—

সমীর ॥ হ্যাঁ। বলেছিল। তা আমাদের অসুবিধা হবে, না, কী বলো—টেমপোরারিলি এই ঘরখানা—

সোমা ॥ না অসুবিধে হবে। তুমি বলে দাও হোটেলে থাকতে। কোলকাতায় হোটেলের অভাব নেই।

সমীর ॥ সে কী ? কেন ?

সোমা ॥ এখানে—এই একটা ঘর—

সমীর ॥ কী যে ছেলেমানুষী কর—বন্ধু মানুষ···তাছাড়া তাকে আমি কথা দিয়েছি।

সোমা ॥ কাজটা কী ?

সমীর ॥ তা জানি না, তবে শুনেছি খুব জরুরী কাজ। হবে কিছু একটা—ও তো কাজ করে—

সোমা ॥ ইনটেলিজেন্সে ?

সমীর ॥ হ্যাঁ—তুমি কি করে জানলে ?

সোমা ॥ না—মানে—ফোনে বললেন তো—চা খাবে—আনছি একুনি—এঁ্যা— [প্রস্থান]

[সমীর হাসে। তারপর চেয়ারে গিয়ে বসে। বই নিয়ে পাতা ওল্টায়।]

সমীর ॥ কালকের রুটিংটা—

[উঠে গিয়ে ব্যাগ থেকে রুটিং বার করে দেখে, সেই মতো বই নিয়ে পড়তে বসে। সোমা চা নিয়ে আসে।]

সোমা ॥ এই নাও চা। আবার বই মুখে নিয়ে বসলে—

সমীর ॥ কালকের ক্লাসের জন্যে—

সোমা ॥ না এখন তুমি পড়বে না। (বইটা নিয়ে নেয়) একটা কথা বলবে ?

সমীর ॥ কী ?

সোমা ॥ সত্যি কথা বলবে বলো ?

সমীর ॥ কথাটা শুনি—

সোমা ॥ আমাকে তুমি ভালবাসো—

সমীর ॥ (কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে) এই বুড়ো বয়সে আর এসব কথা মানায় না—

সোমা ॥ বলোই না—

[সমীরের হাত ধরে টানে। উত্তেজিত ভাবে সুশীলের প্রবেশ।]

সুশীল ॥ দিদি—দিদি—

সোমা ॥ কী ?

সুশীল॥ তোদের ওসব যুথিকাদির বুদ্ধি শিকেয় তুলে রাখতে বল। —আজ একখানা প্ল্যান যা করেছি না—তোদের নিতাই গড়গড়ি আজকেই সাফ হয়ে যাবে—

সোমা॥ সে কীরে মারধোর করবি না কি তাকে?

সমীর॥ অমন কাজ করো না শালাবাবু, বিপদে পড়বে।—

সুশীল॥ ধ্যাৎ—আপনিও যেমন। মারধোর করতে যাবো কেন। নিতাই গড়গড়ির সমস্যা আজ সাফ হয়ে যাবে। আর তোদের দিন রাত্তির ওর দোর গোড়ায় উঁকি মেরে বসে থাকতে হবে না। দরজার চাবীর গর্তের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারতে হবে না।

সমীর॥ ওসবও চলে বুঝি?

সুশীল॥ বাবাঃ। কী জানেন আপনি? যুথিকাদি আছেন না?

সমীর॥ নাঃ এখন বুঝতে পারছি তোমরাই ভদ্রলোককে অতিষ্ট করে মেরেছো। তিনি যদি এখন তোমাদের নামে এসে কমপ্লেন করেন তা হলেও আশ্চর্য হবো না।

সুশীল॥ সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে সব সমস্যার সমাধান।

সমীর॥ তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভাই—

সুশীল॥ এই দিদি আমি চললুম বুঝলি—আমি না আসা পর্যন্ত তোরা এখানে থাকবি—যুথিকাদি ও যেন থাকে—

[প্রস্থান]

সোমা॥ এই সুশীল শোন—কোথায় যাচ্ছিস—এই—

[প্রস্থান]

[সমীর একা বসে থাকে ঝগড়া করতে করতে প্রভাত এবং মন্টুর প্রবেশ। প্রভাতের চুল রুক্ষ, শুষ্ক, পরণের পাঞ্জাবী ছেঁড়া।]

সমীর ॥ আবার তোরা দুটোতে সকাল থেকে ঝগড়া সুরু করেছিস মন্টু? এ কী রে প্রভাত, তোর জামার এমন দুর্দশা হলো কী করে?

প্রভাত ॥ পীছা—

মন্টু ॥ বাবার ভগ্নীপতি—

প্রভাত ॥ অয় ভগ্নীপতিই বটে। (মন্টুকে) এই তুই কথা বলস ক্যান? বুঝলা সমীর আমাগো বাঙাল ছ্যাশে পীছা কয় ঝাড়ুরে—

সমীর ॥ ঝাঁটা।

প্রভাত ॥ অয়। সেই পীছার বাড়ি মাইর‍্যা আমাকে ঐকরে পাট পাট কইর‍্যা দিছে—

সমীর ॥ কে?

প্রভাত ॥ আইচ্ছা কোন ওয়াইজ ম্যান এর হেই কথাটা জিগাইবার কোন কারণ আছে। মল্লিকা—আমার ওয়াইফ—অগ্নি সাক্ষী কইর‍্যা যারে আমার সোলডারের উপর বিয়ার করত্যাছি—

সমীর ॥ সে কীরে—কেন?

মন্টু ॥ ঝগড়া করেছে আবার কেন? কোন একটা ডেলিকেট সেন্টিমেন্টের ও ধার ধারে?

প্রভাত ॥ তুই থাম। আচ্ছা ঝগড়া করুম না ক্যান তুই ক দেখি সমীর। ডে এ্যাণ্ড নাইট এই হানে যাইবা না—ওইহানে যাইবা

না—রাইত কইর‍্যা বাসায় ফিরবা না—লাইফটারে অকরে হেল কইরা তুলছে আমার। এ্যামন জানলে বিয়া সাদীতে কি কাম আছিল? ব্যাঙ্কের সেফ ডিপোজিট ভল্টে জমা থাকতাম গিয়া।

মন্টু॥ তাই বলে তুই বৌয়ের সঙ্গে মারপিট করবি? একেবারে ঝাঁ্যাটা পর্যান্ত!

প্রভাত॥ নট্ কস না। ক' বেনিভোলেণ্ট ডিক্টেটর। তগো পশ্চিমবঙ্গের মাইয়া গুলাই এই রকম; আমাগো স্পিরিট অফ লাইফটা ঠিক ঠিক ফিল করতে পারে না।—ফের তুই আমার লগে কথা কস?

মন্টু॥ বাঃ আমার কী দোষ? কি করেছি আমি যে তুই আমার ওপর চটে আছিস?

প্রভাত॥ তুই জানস না?

মন্টু॥ না।

প্রভাত॥ জানস না?

মন্টু॥ না।

প্রভাত॥ অথচ গ্যাখ সমীর অর জন্যই আমার এই অবস্থা। কিং অশোকের আমলের তাম্রলিপি হয়্যা ওয়াইফের কীর্তি কাহিনী খোদাই কইরা রাখছি আদ্দির পাঞ্জাবীর উপুর।

সমীর॥ ব্যাপারটা কি?

প্রভাত॥ মডার্ণ ক্রুটাস। ব্যাপার হইছে কি, ইসে মল্লিকা তো লাইফ হেল কইরা তুলছে আমার। বালবাসায় হেয় নাকি চোখে কানে কিছু দেখে না। আমারে চোখের আড়াল করলে তার

ওয়ার্লড ডার্ক হইয়া যায়। তা এই প্রব্লেমটা সলভ করনের লাইগ্যা ক্রুটাসরে ফেথফুলি ঘটনাটা ন্যারেট করছিলাম—

মণ্টু॥ সেকী রে? তুই কি আমার কথা মতো—(হাসে)

প্রভাত॥ ডোণ্ট লাফ। তা হ্যায় আমারে কইল প্রভাত তুই এক কাম কর, রাইতে যখন ঘুমাবি, তখন ইচ্ছা কইরা যা হয় একটা মাইয়ার নাম ধইর‍্যা চিক্কুইর দিস। তাইলেই মল্লিকা এ্যালাট হইয়া যাইব, তরে আর ন্যাগ করবো না। তা আমি তো আর কটাসরে চিনতে পারি নাই, তাই কাইল রাতে কাঞ্চন কাঞ্চন কইর‍্যা দিছি একখান জমিদারী চিক্কুইর; তার এই রেজাণ্ট দেখ।

মণ্টু॥ তা এত নাম থাকতে তুই কাঞ্চনের নাম করতে গেলি কেন হতভাগা। যখন জানিস যে ওই কাঞ্চনকে নিয়েই এত গণ্ডগোল?

সমীর॥ কাঞ্চনটা কে?

প্রভাত॥ ক্যান নিতাই গড়গড়ির বউ। ওই নামটাই তো অখন এই ফ্ল্যাটের সকলের জপমালা, তাই ফস কইর‍্যা ওই কাঞ্চন নামটাই আনকনসাসলি কইয়া ফালাইছি। অখন মল্লিকার বদ্ধমূল ধারণা যে আমি নাকি মনে মনে ওই কাঞ্চন রেই—দেখ দেহা আমি এখন এই প্রব্লেম সলভ করি ক্যামনে? ওয়াইফগোর তো এমনিই ধারণা যে তাগো হাজব্যাণ্ডের জন্ম ওয়ার্লড শুদ্ধা মাইয়া ম্যাড হইয়া আছে। অখন তাকে আমি বুঝাই ক্যামনে ক' দেখি।

সমীর॥ উঃ এখানেও সেই নিতাই গড়গড়ির বউ!

প্রভাত ॥ আর কইস না। আজ দুই মাস যাবৎ যে কী সাইক্লোন বইত্যাছে—যত নষ্টের মূল ওই যূথিকা দি—ওরে আমি দুই চক্ষে দেখতে পারি না—ওয়াইফ রে অকরে স্পয়েল কইরা ছাড়ছে।

সমীর ॥ এই চুপ চুপ—শুনতে পাবে।

প্রভাত ॥ শুনুক। আমি ওরে ডরাই নাকি? পরের কেচ্ছা লইয়া অনর্থক মাতামাতি কইর‍্যা বাড়ী শুদ্ধা লুনাটিক এ্যাসাইলাম কইর‍্যা তুলছে একেবারে।

মন্টু ॥ আচ্ছা প্রভাত—

প্রভাত ॥ তুই চুপ কর।

মন্টু ॥ আচ্ছা তুই আমার ওপর শুধু শুধু রাগ করছিস কেন বলতো—

প্রভাত ॥ রাগের অখন তুই কী দেখছস? ব্যাঙাইল্যা এ্যাঙ্গার কারে কয় তা তুই তখনো ফেস করস নাই, তাই অমন একটা জোক করতে সাহস পাইছস।

মন্টু ॥ আচ্ছা তুই বল সমীর—ও মুখ্যু যে ঠাট্টাও বুঝবে না, তা আমি কি করে জানবো। (প্রভাতকে) আমি বললুম, আর তুই সত্যি সত্যি কাঞ্চন কাঞ্চন বলে চাৎকার করলি?

প্রভাত ॥ বিশ্বাস কইরা কইছি। আমি তো আর জানি না যে বন্ধু বন্ধুর লগে বিট্রে করে। হঃ আমারও হইছে তেমনি; ক্রুটাসরে বন্ধু বইলা এমব্রাস করতাছি। ছ্যাঃ

[সমীর ওর রকম সকম দেখে হেসে ওঠে। দেখা যায় সুশীল একজন বৃদ্ধকে নিয়ে প্রবেশ করছে।]

সুশীল ॥ দিদি—দিদি—এই যে আসুন—

জলধর ॥ হাতটা একটু ধরতো বাবা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না।

[অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে সমীর, মন্টু, প্রভাত সকলে একটু হতচকিত হয়।]

সুশীল ॥ জামাইবাবু দিদি কই।

সমীর ॥ ভেতরে—(চোখের ইশারায় জলধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।)

সুশীল ॥ সেই তিনি। একেবারে সোজা নিয়ে এসেছি।

সমীর ॥ ইনিই জলধর বাবু ?

প্রভাত ॥ কাঞ্চনের বাবা—

জলধর ॥ কই—কোথায় কাঞ্চন—

সুশীল ॥ আপনি বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আনছি—দিদি—দিদি—

[প্রস্থান]

[ওরা সকলে চুপ করে থাকে। জলধর দেখেন ওদের। হন্তদন্ত হয়ে সোমার প্রবেশ সঙ্গে সুশীল।]

সোমা ॥ কই—কোথায় ?

সুশীল ॥ সস্—(সোমা নিজেকে সামলে নেয়)

জলধর ॥ তোমরা বুঝি আমার কাঞ্চনের প্রতিবেশী।

প্রভাত ॥ হ' তয় কদিন আছি জানি না।

সোমা ॥ ঠাকুর পো—

জলধর ॥ কেন—কেন—

প্রভাত ॥ না—মানে—ওই যে কয় না, ম্যান ইজ মর্টাল ; তাই কইত্যাছিলাম।

সোমা ॥ আপনার শরীর কি খুব অসুস্থ—

জলধর ॥ হ্যাঁ—মা—। ওপরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা একেবারে বারণ—তাইতো রোজ নীচে থেকে আমার কাঞ্চন মাকে দেখে চলে যাই।

সোমা ॥ কিন্তু আপনার জামাই তো আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারেন।

জলধর ॥ না না তা হয় না।

মণ্টু ॥ কেন ?

জলধর ॥ সে বাবা অনেক কাহিনী। সে আমি তোমাদের বলতে পারবো না।

সোমা ॥—দেখুন আমরাও আপনার মেয়ের জন্য খুব চিন্তিত—

জলধর ॥ কেন—চিন্তিত কেন ?

সমীর ॥ সোমা—

জলধর ॥ আমার কাঞ্চনের কি কিছু হয়েছে ? সে ভাল আছে তো ? কি যে করে না আমার জামাই—কিছুই বুঝি না—

মণ্টু ॥ কেন তিনি তো—

সোমা ॥ আঃ ঠাকুর পো। (ইশারায় চুপ করতে বলে)

জলধর ॥ কিছু বলছো ?

সোমা ॥ না—না—আপনি বলুন—

জলধর ॥ বলবো—কী বলবো ?

সোমা ॥ ওই যে যা বলছিলেন—আপনার জামাইয়ের কথা—

জলধর ॥ জামাই—না—না—থাক—ওর কথা থাক—ওর কথা তোমরা বেশী আলোচনা করোনা মা—কখনো করোনা।

সোমা ॥ কেন ?

জলধর ॥ কেন ? হুঁঃ কী যে তোমাদের বলি—কিন্তু না—
তোমাদেরই বলবো—তোমরা আমার কাঞ্চনের প্রতিবেশী
তোমাদের সব কথা বলা উচিত—

সোমা ॥ আপনি বলুন—বলুন সব কথা—

জলধর ॥ বলবো। উঃ কতদিন—কতদিন ধরে এই বোঝা বয়ে
বেড়াচ্ছি মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারিনা। সে যে কী কষ্ট—
ওঃ—হ্যাঁ—তাহলে—তাহলে শোন—

[সকলে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে।]

আমার জামাই—

[নেপথ্যে ডাক শোনা যায়]

নেপথ্যে ॥ সমীর বাবু আছেন।

সমীর ॥ কে ?

জলধর ॥ কে ?

নেপথ্যে ॥ সমীরবাবু আছেন।

জলধর ॥ আমার জামাই—আমি যাই—আমি যাই—আমাকে নিয়ে
চলো বাবা—

সোমা ॥ জামাই—এই সুশীল—ওই দিকে ওই ঘরে।

সুশীল ॥ আসুন।

[সুশীল ও জলধরের অন্দরে প্রস্থান]

নেপথ্যে ॥ সমীর বাবু আছেন।

সমীর ॥ আসুন।

[সুশীল ভেতর থেকে প্রবেশ করে। সোমার ইসারায় বাইরের দরজা খুলে দেয়। নিতাই গড়গড়ির প্রবেশ]

সমীর ॥ (বিস্ময়ে) নিতাই বাবু—

মন্টু ॥ নিতাই গড়গড়ি !

নিতাই ॥ আপনাদের হয়তো একটু বিরক্ত করলাম—

সমীর ॥ না—না—আপনি বসুন।

[নিতাই সসঙ্কোচে একটা চেয়ারে বসে। সোমা সমীরের দিকে সরে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। কিছুক্ষণ নিতাই মাথা নীচু করে কপালে হাত দিয়ে বসে থাকে তারপর বলে—]

নিতাই ॥ আমার শ্বশুর মশায় আপনাদের এখানে এসেছেন—

সমীর ॥ আপনার শ্বশুর—

নিতাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ জলধর বাবু।

সোমা ॥ কই না। (সমীর সোমার দিকে তাকায়। সোমা থেমে যায়)।

নিতাই ॥ ওঃ কিন্তু আমার যেন মনে হলো—যেন দেখলাম—

সোমা ॥ আপনি কি আমাদের অবিশ্বাস করছেন ?

নিতাই ॥ না—না, তা কেন করবো—ছি ছি—তবে

সমীর ॥ বলুন।

নিতাই ॥ না—মানে দেখুন আমি ভেবে দেখলাম একটা কথা বোধ হয় আপনাদের বলা দরকার। (সকলে চুপ) আপনারা নিশ্চই এক বৃদ্ধকে রোজ ওই নীচের উঠোনে আসতে দেখেন।

(সকলে চুপ) তিনি রোজ আসেন আর—আর কাঞ্চন!
কাঞ্চন! বলে আমার স্ত্রীকে ডাকেন। দেখেন না আপনারা?

সোমা ॥ হয়তো আসেন।

নিতাই ॥ না না—হয়তো নয়, আমি জানি তিনি আসেন—রোজ আসেন—আর—আর আপনাদের না দেখার কথাও নয়। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে—

সোমা ॥ কী।

নিতাই ॥ আপনারা দয়া করে তাঁকে কখনো ওপরে আসতে দেবেন না। আর—আর কখনও তাঁকে কাঞ্চনের কথা জিজ্ঞাসা করবেন না।

সোমা ॥ কেন?

নিতাই ॥ তাহলে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। আমি বুঝতে পারছি আপনারা আশ্চর্য হচ্ছেন—কিন্তু না আমারই দোষ—আমার অনেক আগেই আপনাদের বলা উচিত ছিল। আমার সমস্যায় পাছে আপনারা শুধু বিব্রত বোধ করেন তাই বলিনি—কিন্তু বলা উচিত ছিল।

সমীর ॥ বেশ তো বলুন না।

নিতাই ॥ দেখুন আমার শ্বশুর মশায়—মানে ওই জলধর বাবু সম্পূর্ণ উন্মাদ।

সমীর ॥ কী বলছেন কী আপনি।

সোমা ॥ পাগোল?

নিতাই ॥ হ্যাঁ, পাগোল। উন্মাদ। আর এই উন্মাদ তিনি হয়েছেন তাঁর মেয়ে কাঞ্চনের জন্যে?

প্রভাত ॥ কাঞ্চন ।

সোমা ॥ ওঁর স্ত্রী ।

নিতাই ॥ ছিলেন ।

সোমা ॥ ছিলেন ?

নিতাই ॥ হ্যাঁ । পাঁচ বছর আগে সে মারা গেছে ।

সোমা ॥ মারা গেছে ?

প্রভাত ॥ কাঞ্চন বইলা কেউ নাই তাইলে ।

নিতাই ॥ না । ছিল এখন নেই ।

সোমা ॥ (শঙ্কিত হয়ে) কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা—

নিতাই ॥ বিশ্বাস করেন না ? আমি জানি—আজ পাঁচ বছর ধরে অনেককেই বলেছি কিন্তু কেউই বিশ্বাস করেনি । তাই আর কাউকে বলা আমি ছেড়েই দিয়েছি । মানুষজনের সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছি বলতে গেলে । পাঁচ বছর—উঃ শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার । চতুর্দিকে এত আলো—এত শব্দ—এত মানুষ কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কিছু দেখতে পাই না, কিচ্ছু শুনতে পাই না, আমার চার পাশে শুধু অন্ধকার—আচ্ছা—সেই রাঁচী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার কথা আপনাদের মনে আছে ?

সমীর ॥ হ্যাঁ ।

নিতাই ॥ সেই শেষ দিন তারপর থেকে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর আমার কিছু নেই ।—আমরা সেই ট্রেণে যাচ্ছিলাম । উঃ আজও সেই রাতের বিভীষিকা আমি ভুলতে পারি না । চারিদিকে কান্না, গোঙানী—রক্ত । মাঝরাতে সবাই তখন ঘুমুচ্ছিল নিশ্চিন্ত মনে—এমন সময় হঠাৎ কী যেন হয়ে গেলো—একটা শব্দ—

আর-আর একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানী, ব্যস তারপর সব অন্ধকার—হাসপাতালে আমি আর শ্বশুর মশায় সেরে উঠি। আর—আর কাঞ্চন মারা যায়।

সোমা ॥ মারা যায়।

নিতাই ॥ হ্যাঁ। কিন্তু সেরে উঠলেও আমার শ্বশুর মশায়ের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। তাঁর ধারণা হয় কাঞ্চন মরেনি। চারিদিকে তিনি শুধু কাঞ্চনকে খুঁজে বেড়ান। পাগোল হয়ে যান তার জন্য। আর হবেন নাই বা কেন? ওই একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া তাঁরতো আর কেউ ছিল না—

মণ্টু ॥ ও।

সোমা ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) তারপর !!

নিতাই ॥ ডাক্তারের পরামর্শে আমি তখন দ্বিতীয় বার বিয়ে করি সত্যবতীকে ?

সোমা ॥ সত্যবতী।

নিতাই ॥ ওপরে যাঁকে দেখছেন। আমার শ্বশুর মশায়ের ধারণা হলো সত্যবতীই কাঞ্চন। তিনি ওকে দেখবেন, ওর সঙ্গে কথা বলবেন, একেবারে পাগোল হয়ে উঠলেন। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে—ওঁকে বাঁচানোর জন্যে সত্যবতীকে ঘোমটার আড়ালে ঢেকে ওঁর সামনে হাজীর করলাম। সত্যবতী কাঞ্চন সেজে ওই অসহায় বৃদ্ধকে দিনের পর দিন স্তোক দিতে লাগল—কিন্তু শেষটায় সত্যবতীও যেন কেমন হয়ে গেল। সত্যবতী কেমন যেন ঘোমটার আড়ালে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গেল ক্রমশ। শুধু আমার শ্বশুর মশায় নয়, সকলের কাছ থেকেই সে যেন দূরে সরে

গেল। কেন যে এমন হয় আমি জানি না!—কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা হয়—এটা হচ্ছে—(চুপ করে)।

সোনা ॥ নিতাই বাবু।

সমীর ॥ আমরা বুঝতে পারছি আপনার মনের অবস্থা। —সত্যিই আমরা দুঃখিত।

নিতাই ॥ আমার শ্বশুর মশায়কে আপনারা দয়া করে এসব কথা বলবেন না। উনি যদি জানতে পারেন যে কাঞ্চন নেই ও সত্যবতী—তাহলে হয়তো মারাই যাবেন।

সোমা ॥ না—না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

নিতাই ॥ ধন্যবাদ। (একটু থেমে) আমরা একটু মিশুকে নই বলে আপনারা হয়তো মনঃক্ষুণ্ণ হন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমরা মিশতে চাই তবু পারি না—কেন যে এমন হয়—নমস্কার।

[প্রস্থান]

সমীর ॥ সোমা।

সোমা ॥ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা। আমি আজই যূথিকাদিকে বলে দেব যেন এসব তিনি বন্ধ করেন।—ছিঃ ছিঃ—

[ভেতর থেকে জলধর বাবু আসেন]

জলধর ॥ চলে গেছে ?

সকলে ॥ (চমকে) কে ?

জলধর ॥ নিতাই চলে গেল ?

সমীর ॥ জলধর বাবু—আসুন—সুশীল ওঁকে ধরে নীচে নামিয়ে দিয়ে এসোতো—দেখো ওঁর যেন কষ্ট না হয়—উনি অসুস্থ।

জলধর ॥ নিতাই বলে গেল বুঝি ?

সমীর ॥ না—না—

জলধর ॥ তোমরা কি ভাবছ আমি সত্যিই পাগোল ?

মণ্টু ॥ না—না—তা ভাববো কেন ?

প্রভাত ॥ কী যে কন——

জলধর ॥ কেন সে বলেনি রাঁচী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার কথা ! বলেনি সেই দুর্ঘটনায় কাঞ্চন মারা গেছে, আর আমি পাগোল হয়ে গেছি ? বলেনি তোমাদের, আমি যাকে কাঞ্চন ভেবে রোজ দেখতে আসি, সে আসলে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সত্যবতী। বলনা—বলে নি সে এ সব কথা—

সোনা ॥ এসব কী মিথ্যে।

জলধর ॥ মিথ্যে—না মিথ্যে নয় মা।. তবে মরিচীকা।

মণ্টু ॥ মরিচীকা।

জলধর ॥ দুর্ঘটনা ঘটেছিল। আমরা সবাই আহতও হয়েছিলাম তবে মরে কেউ যাইনি।

সোমা ॥ মরেনি !!

জলধর ॥ না মা। মরেনি। মাথায় চোট লেগে নিতাইয়ের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল কাঞ্চন মারা গেছে।

সোমা ॥ কাঞ্চন মারা গেছে ? সেকী ?

জলধর ॥ হ্যাঁ মা। —কাঞ্চন নাকি মারা গেছে। —কিছুতেই কাঞ্চনকে তার সামনে যেতে দিতো না সে। কিছুতেই তাকে সহ্য করতে পারতোনা। সে—সে ভুলে গেল কাঞ্চন কে।

মন্টু ॥ তারপর ?

জলধর ॥ তারপর—তারপর হাসপাতালের ডাক্তার শেষ কালে ওর সামনে কাঞ্চনের আসা বন্ধ করে দিলেন। বললেন কাঞ্চনকে দেখলে নিতাই নাকি পাগোল হয়ে যাবে।

মন্টু ॥ কী বলছেন আপনি ? এও কী কখনো হয় ?

জলধর ॥ জানিনা। কিন্তু হয়েছে। আমার জীবন দিয়ে আমি তার মাশুল দিয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রভাত ॥ ঘটনাটা তো কিছুই অনুধাবন করতে পারত্যাছিনা।

জলধর ॥ —স্বামী থাকতেও বিধবা হলো কাঞ্চন। স্বামীর কাছে যাওয়া বারণ হয়ে গেল। স্বামী তাকে ভুলে গেল। আমার কাঞ্চনের তখন যে কী অবস্থা। দিনের পর দিন শুকিয়ে যেতে লাগল মেয়েটা।— চোখে দেখি আর বুকটা হুহু করে ওঠে, তবু নীরবে সব সহ্য করতে হয়, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারিনা। তারপর—তারপর হঠাৎ সেই কাণ্ডটা ঘটে গেলো—ভালো হলো কী মন্দ হলো জানিনা—কিন্তু হলো ?

সোমা ॥ কী।

জলধর ॥ বাসি ফুল আবার তাজা হয়ে উঠল। শুকনো গোলাপে রঙ ধরলো—আমার যোগনি কাঞ্চন বদলে গেলো।

মন্টু ॥ বদলে গেলেন মানে ?

জলধর ॥ মানে জানিনা। এ জীবনে অনেক কিছুর মানে হয় না।—আমার কাঞ্চন দেখলুম আবার সাজ গোজ সুরু করেছে—আবার হাসি খুশি হয়েছে। খবর নিয়ে জানলাম সে আবার যাওয়া আসা সুরু করেছে হাসপাতালে।

সোমা ॥ হাসপাতালে—

জলধর ॥ হ্যাঁ মা। কেমন করে যে আবার সে নিতাইয়ের ম ফেরালো—কেমন করে যে সে আবার তাকে জয় করলে তা আমি জানি না, কিন্তু একদিন সে সত্যি সত্যিই নিতাইকে হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে বাড়ী নিয়ে এলো। —কিন্তু— কিন্তু সে তখন কাঞ্চন নয়—সত্যবতী।

সোনা ॥ সত্যবতী।

জলধর ॥ সত্যবতী।—আমার কাঞ্চন নিতাইয়ের কাছে সত্যবতী হয়ে গেলো।—থাক—থাক—তাই থাক। আমার কাঞ্চন সত্য বতীই হয়ে থাক, তবু তো আছে; তবুতো আছে—আমি যাই আমি যাই, আবার যদি নিতাই এসে পড়ে—তোমরা ওকে বোলোনা মা আমি এসেছিলাম—কখনই বোলনা—। যাই— যাই—কই বাবা আমার হাতটা একটু ধরতো—

সুশীল ॥ চলুন—

জলধর ॥ দেখো বাবা যেন নিতাই দেখতে না পায়। কাঞ্চন আমার কাঞ্চন—

[সুশীল সহ প্রস্থান]

মণ্টু ॥ আশ্চর্য। নিতাই গড়গড়ি বলছে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী কাঞ্চন মারা গেছে তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সত্যবতীকেই জলধর বাবু কাঞ্চন বলে মনে করছেন—

সোমা ॥ জলধর বাবু বলছেন কাঞ্চনকেই নিতাই গড়গড়ি সত্যবতী বলে মনে করছে।

মণ্টু ॥ জলধরবাবুর মতে নিতাইয়ের মাথা খারাপ—

প্রভাত ॥ আর নিতাইয়ের মতে জলধর বাবু'র। সমীর কি কস ?

সমীর ॥ আশ্চর্য কাহিনী—[ফোন বাজে] হ্যালো—হ্যাঁ [রিসি-
ভারের মুখে হাত চেপে] সোমা—সোমা—সে আসছে—

সোমা ॥ কে ?

সমীর ॥ সত্য—সত্য গুপ্ত।

[সমীর ও সোমা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চিত্রা-
পিতের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। আর সকলে ওদের
দিকে তাকায় পর্যায় ক্রমে।]

পর্দা

দুই

[একই দৃশ্য। সকাল বেলা। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু একটা ক্যাম্পখাট এসেছে। সোমা সেই খাটে বিছানা করছিল। যূথিকা বসে অভিমানভরে কথা বলছিলেন সোমার সঙ্গে।]

যূথিকা॥ এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল আর আমার কথাটা একবারও মনে হলোনা তোদের?

সোমা॥ সত্যি এমন ভাবে ঘটে গেল—

যূথিকা॥ ইস। এমন একটা সুযোগ—

সোমা॥ কিন্তু যাইবলো যূথিকাদি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আর বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়।

যূথিকা॥ কেন?

সোমা॥ ওদের মধ্যে একজন নিশ্চই পাগোল—

যূথিকা॥ পাগো'ল? তোরা কী ভাবছিস ওদের একজনও সত্যি কথা বলছে!

সোমা॥ তার মানে—

যূথিকা॥ সব বানোনো—সব মিথ্যে।

সোমা॥ মিথ্যে। বানানো—।

যূথিকা॥ বাপের অমনি এমন মাথা খারাপ হলো যে, সে অমনি পরের মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে ভাবতে লাগলো?—বরের এমন মাথা খারাপ হলো যে সে অমনি নিজের বউকে চিনতে

পারলো না। আর যেই নিজের বউ নাম ভাঁড়িয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো অমনি তার মাথা খারাপ ভাল হয়ে গেল? বউয়ের আঁচোল ধরে সুড়সুড় করে বাড়ী চলে এলো।—হুঁ এসব আজগুবী গল্পে তোরা ভুলতে পারিস আমি ভুলিনা—এরমধ্যে নিশ্চই কোন রহস্য আছে।

সোমা॥ রহস্য।

যূথিকা॥ হ্যাঁ। ওরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলছে

সোমা॥ কিন্তু কেন?

যূথিকা॥ সেইটাই তো রহস্য। নিশ্চই এরমধ্যে এমন কোন কেচ্ছা কেলেঙ্কারী আছে—যেটা বেরিয়ে পড়বার ভয়ে ওরা ব্যাপারটা চাপা দিতে চাইছে।—কিন্তু তা হবার নয়। ওদের নাড়ী নক্ষত্র টেনে বার করবো তবে আমার নাম যূথিকা।—উঃ হাতের কাছে এমন একটা সুযোগ এসেও ফসকে গেলো। শুধু তোদের মুখ্যামির জন্যে। একবার যদি বুদ্ধি করে আমাকে ডাকতিস তো দেখতুম ওদের জারিজুরি।

সোমা॥ সত্যি আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে যূথিকাদি।

যূথিকা॥ হ্যাঁ সে তো হয়েইছে। যা হয়েছে—নিজেদের মুখ্যামির জন্যে যা করেছিস তোরা তার কী আর কোন চারা আছে। এখন এই জল ভর্ত্তি শরীর নিয়ে আমাকেই একা একা সব খুঁজে বার করতে হবে। উঃ ওষুধটা আবার গেলো কোথায়—একটু জল দে তো—

[সোমা জল এনে দেয় উনি ওষুধ খান]

যাক গে যা হবার তা হয়েছে এখন যা বলি শোন—হ্যাঁরে তু
হঠাৎ এ ঘরে বিছানা করছিস কেন ?

সোমা ॥ ওঁর একজন বন্ধু আসবেন।

যূথিকা ॥ বন্ধু।—থাকবে এখানে।

সোমা ॥ হ্যাঁ।

যূথিকা ॥ বউ নিয়ে আসছে।

সোমা ॥ না।

যূথিকা ॥ একা একা একজন সোমত্ত পুরুষ সব সময় বাড়ীতে
থাকবে? সমীরও তো থাকবে না ?—তোকে সে একা রেখে
যাচ্ছে কোন আক্কেলে ?

সোমা ॥ যূথিকা দি।

যূথিকা ॥ না বাপু এতো সাহস ভাল নয়।—তোদের আজকাল
কার ছেলেমেয়েদের রকম সকম আমি বুঝিনা বাপু। আমাদের
কালে পরপুরুষের মুখ দেখে ফেললে শাশুড়ী গোবর খাইয়ে
প্রাচিত্তির করাতেন—। আর এখন তোরা অম্লান বদনে একই
ঘরে—

[যূথিকাদির কথা থেমে যায় মল্লিকার ডাকে]

মল্লিকা ॥ যূথিকা দি—

যূথিকা ॥ কিলো—কী হলো—আয় বোস।—এই সোমার সঙ্গে
নিতাই গড়গড়িদের ব্যাপারটা নিয়ে কথা হচ্ছিল—

মল্লিকা ॥ আর নিতাই গড়গড়ির কথায় দরকার নেই যূথিকাদি।
আমার যা হবার তা তো হয়েছে—

সোমা ॥ কী হয়েছে তোর ?

মল্লিকা ॥ কী হয়নি তাই বলো। ওই নিতাই গড়গড়ির বউ কাঞ্চন এখন ওঁর জপমালা—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পর্যন্ত তার নাম করে চীৎকার—উঃ পুরুষেরা এমন বেইমানও হয়—একটা জলজ্যান্ত বউ পাশে শুয়ে থাকতে অন্য মেয়ের নামধরে চীৎকার করতে তাদের একটু সমীহ হয় না।

যূথিকা ॥ কী করবি বল। পুরুষ জাতটাই ওইরকম। ওদের কী বিশ্বাস আছে? ওই শুনিস নি—নিতাই গড়গড়ি এমন পাগোল হলো যে নিজের বউ কে চিনতে পারলো না—আর যেই সেই বউই অন্য মেয়ের নাম ধরে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো অমনি তার সব পাগলামী ছুটে গেলো—ওরা ওই রকমই হয়।

মল্লিকা ॥ আমি ওকে চিবিয়ে খাবো—

সোমা ॥ ওমা স্বামীকে চিবিয়ে খাবি কীরে?

মল্লিকা ॥ ওর হাড় একদিকে মাস একদিকে যদি না করি তো আমার নাম মল্লিকা নয়।

যূথিকা ॥ না-না সত্যিই এর একটা বিহিত করা দরকার—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যত রাজ্যের মেয়ের নাম করা—

মল্লিকা ॥ যত রাজ্যের নয় শুধু কাঞ্চন—

যূথিকা ॥ ওই হলো—। আজ কাঞ্চন বলেছে, কাল কেয়া বলবে—পরশু বেবী বলবে।—না বাপু—আমার এসব মোটেই ভালো লাগছে না।—আমার ঘর থেকেও ওই হাড়হাভাতে নিতাই গড়গড়ির জানলাটা দেখা যায়। আজই বন্ধ করে দেবো—। একটু না হয় আমার কষ্টই হবে। তবু পুরুষ মানুষকে

বিশ্বাস কী বল।—ইদানীং আবার দেখছি ওই জানলার কাছ ছাড়া ওঁর লেখা পড়াও হচ্ছেনা। বল্লে বলেন ঘরে আলো কম চোখে দেখতে পাইনা—

সোমা॥ যূথিকাদি যেন কী। প্রভাত ঠাকুর পো ঠাট্টা করেছিল।

মল্লিকা॥ ঠাট্টা! অমন ঠাট্টা যদি তোকে সমীরবাবু করতেন তাহলে বুঝতিস।

যূথিকা॥ এটাকে ঠাট্টা তুই কোন আক্কেলে বলছিস সোমা। বালিগঞ্জের কৃষ্ণার কথাটা ভুলে গেলি—ওর স্বামী মুকুল যে মেয়েটাকে গান শেখাতো—কে ভেবেছিল যে একটা জলজ্যান্ত বউ ঘরে থাকতে তাকে নিয়ে—তারপর ওই আমাদের রাজেন দে—

সোমা॥ তাই বলে প্রভাত ঠাকুরপোও ওদের মত—

যূথিকা॥ ওরা সব সমান। সবাই এক রকম। বাক্স তোরঙ্গ ভাল করে ঘেঁটে দেখ, দেখবি তোর বরে'রও অমন অনেক গণ্ডা ছিল—

মল্লিকা॥ ওর বাক্স থেকে আমি পেয়েছি যূথিকাদি।

যূথিকা॥ ওই শোন। কী পেয়েছিস।

মল্লিকা॥ অন্ত মেয়ের ফটো—চিঠি—

যূথিকা॥ না-না এ ভাল কথা নয়। তুই ঘটনাটা বলতো কী হয়েছিল?

সোমা॥ আমি বলছি।

মল্লিকা॥ আর চেপে রেখে কী হবে সোমা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ওর আর আমাতে মন নেই। নৈলে কোন মানুষ

পাঁচটার অফিস ছুটির পরেও বন্ধুদের নিয়ে রাত্তির দশটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে বাড়ী আসে। এসে আবার মিথ্যে কথা বলে।

যূথিকা॥ মিথ্যে কথাও বলছে না কি ?

মল্লিকা॥ বলছে বৈকী। সেদিন রাত্তির বারোটার সময় বাড়ী ফিরে বললে কে এক বন্ধু নতুন দোকান খুলেছে, সেইখানে আড্ডা দিতে দেরী হয়ে গেল। আমি পরে সেখানে খোঁজ করতেই জানলুম সব মিথ্যে কথা, আসলে তারা নাইট শো'এ সিনেমায় গিয়েছিল। তুমিই বলো যূথিকা দি, বউকে লুকিয়ে কোন বিবাহিত স্বামীর কি সিনেমায় যাওয়া উচিত ? কোন স্বামী যায় না গিয়ে লুকিয়ে রাখতে পেরেছে আজ পর্যন্ত ?

সোমা॥ মল্লিকার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

মল্লিকা॥ সমীরবাবু যদি এরকম করতেন তাহলে বুঝতিস। এই কালকের কথাই ধরো না। বিকেল থেকেই একটু মেঘ মেঘ করেছিল আকাশে ; তোমরা তো জানো মেঘলা দিন আমার কী ভীষণ সুন্দর লাগে।—তাই বিকেল থেকেই ওর জন্মে মনটা কেমন করছিল। বলেও ছিলো তাড়াতাড়ি ফিরবে। ওমা কোথায় তাড়াতাড়ি। একবার বাইরে বেরুলে কি বউয়ের কথা হুঁস থাকে ওদের। কিছু বললেই অমনি কাজের দোহাই। এদিকে ঘরের মধ্যে আমাদের বন্দী দিনগুলো যে কেমন করে কাটে তা কে ভাবে বলো—

যূথিকা॥ দাবিয়ে রাখতে হয়, বুঝলি, দাবিয়ে রাখতে হয়। কেঁদে, কেটে, রাগ দেখিয়ে সব সময় দাবিয়ে রাখতে হয়। এতদিন

সংসার কচ্ছিস এটাও শিখিসনি এখনো। তারপর কী হলো? কখন ফিরলো না কি ফিরলো না?

মল্লিকা॥ না, ফিরেছিল। বাড়ীর বাইরে থাকে না কোনদিন। এগারোটার সময় ফিরেই টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো। বললে চানে হোটেলে নাকি খেয়ে এসেছে। বোঝ কতদিন ধরে আমার একটু চীনে হোটেলে খাবার ইচ্ছে।—তারপর বললে আমি ক্লান্ত আমাকে যেন বিরক্ত করা না হয়। বলেই পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। রাগে কী বলবো যূথিকাদি সারা গা ঝি ঝি করে উঠল। শুলুম গিয়ে মেঝেতে। ভাবলুম বুঝি এই ডাকে —ওমা—কে কার ধার ধারে—একটু পরেই শুনি নাক ডাকছে।

যূথিকা॥ আমরা বাপু সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্দি। আমি হুকুম না করলে ওঁর চোখের পাতাটি পর্যন্ত ফেলবার সাহস নেই। তোরা যাই বলিস বাপু, এখনো আমরা পূর্ণিমার দিনে মাঝ রাত্তিরে ছাদে গিয়ে বসে থাকি।

সোমা॥ কী যে বলো যূথিকাদি

যূথিকা॥ কেন নিজের বরের সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে অন্যায়টা কী? এ বয়সে বুঝি ওসব থাকতে নেই? তারপর কী হলো বল।

মল্লিকা॥ কী আবার। তখনই তো ডাকতে গিয়ে শুনলুম ঘুমের ঘোরে কাঞ্চন, কাঞ্চন বলে ডাকছে—

যূথিকা॥ শুনে তুই ছেড়ে দিলি—

মল্লিকা॥ আমাকে সেই মেয়ে পেয়েছো—আমিও কিল চড় ঘিমচি কিছু বাদ দিই নি—

সোমা ॥ ঝ্যাঁটা

মল্লিকা ॥ হতে পারে। হাতের কাছে যা ছিল—তখন কী কিছু লক্ষ্য করেছিলুম না কি।

সোমা ॥ সত্যি বাপু তোরাও পারিস। একটা সামান্য ব্যাপারে—

যূথিকা ॥ সামান্য নয় সোমা, সামান্য নয়। সংসারই করছিস অভিজ্ঞতা তো কিছু হয়নি—

মল্লিকা ॥ সমীরবাবু ওই রকম হলে বুঝতিস—

যূথিকা ॥ ও সব বাবুই সমান। শোন ব্যাপারটা ভাল করে জানা দরকার। এখন থেকে কান খাড়া করে রাখবি—আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী বলে সব শুনে নিবি—আগে থেকেই রেগে গিয়ে কিল চড় মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দিসনি—

মল্লিকা ॥ কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো আমিও কথা বলি।

যূথিকা ॥ তাতে কী হয়েছে?

মল্লিকা ॥ ও যদি কিছু শুনে ফেলে—

যূথিকা ॥ নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো মল্লিকা। জেনে রেখো মেয়েরা কখনই পুরুষের মত বেইমান হয় না। আমরা যা বলি তা বলার প্রয়োজন বলেই বলি; কিন্তু ওরা কখনই তা বলে না, তা সে ঘুমিয়েই হোক আর জেগেই হোক। বুঝেছ?

[মল্লিকা মাথা নাড়ে। প্রভাতের প্রবেশ]

প্রভাত ॥ অঃ কনফারেন্স চলত্যাছে।

সোমা ॥ এসো ঠাকুর পো।

প্রভাত ॥ না চলি। তোমাগো ওই ইউ, এন, ও'র মেম্বারসিগে আমার দরকার নাই—

সোমা ॥ আহা এসো, এসো—

মল্লিকা ॥ কেন ডাকছিস সোমা।

প্রভাত ॥ দ্যাখছো, ভেটো পড়ত্যাছে। যাই বুঝলা; আমার অখন যাওনই কারুর ভাল লাগব। প্রেসিডেন্ট কি কন?

সোমা ॥ কি বললে?

প্রভাত ॥ যূথিকাদিরে জিগাই।—(প্রস্থানোদ্যত) ভাল কথা, বৌদি, তোমার যে গেষ্ট আসবে বইল্যা কইছিল সমীর, আসে নাই?

সোমা ॥ না। তুমি বসো ঠাকুর পো—যূথিকাদি তখন যে নিতাই গড়গড়িদের ব্যাপারে কী বলবে বলছিলে, চলো ওঘরে গিয়ে শুনি।

প্রভাত ॥ গড়গড়ি ভূত অখনো ছাড়ে নাই। ব্যাপারটা কিন্তু ভাল হইত্যাছে না বৌদি, আমার মনে হয় আর প্রোলং করাটা উচিত হইব না।

যূথিকা ॥ চল সোমা—মল্লিকা- (চোখের ইশারা করে)

[সোমা ও যূথিকার প্রস্থান]

প্রভাত ॥ আমি কি যাইতে পারি?

মল্লিকা ॥ পায়ে দড়ী বাঁধা আছে নাকি।

প্রভাত ॥ কণ্ঠায় আছে।

মল্লিকা ॥ ন্যাকামী।

প্রভাত ॥ বেশ যাই তাইলে। যদি না ফিরি তাইলে য্যান কাঁদাকাটি কইরো না।

মল্লিকা ॥ আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

প্রভাত ॥ হ', সেইটা আমার অনেক দিন আগেই জানা উচিত ছিল। যাউক গা; অনেক দিনের কানেকসন, তাই ভাবলাম একবার দেখাটা কইরা যাই। লাষ্ট মিটিং।—একটা কথাও কী কইবা না? একবারও জিগাইবা না কই যাই। হ্যাঃ অরণ্যে রোদন করত্যাছি। ক্রাইং ইন দি করেষ্ট।—বেশ যাই তাইলে—। তয় একটা কথা কমু? কমু একটা কথা?— দ্যাখ একটা মিথ্যা ধারণা লইয়া—

মল্লিকা ॥ মিথ্যে!

প্রভাত ॥ অর্করে কলস। তোমারে তো রিপিটেডলি কইছি যে কাঞ্চনরে আমি লাইকে দেখি নাই; দেখনের কোন এ্যামবিশান ও নাই। মণ্টু ছ্যামড়ার কথায় ভুইল্যাই আমি কাঞ্চনের নামে চিঠ্ঠি লেইখ্যা দিছিলাম।

মল্লিকা ॥ মিথ্যে কথা—

প্রভাত ॥ মিথ্যা!

মল্লিকা! সব মিথ্যে। তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনা!

প্রভাত ॥ দেখ দেখি সমস্যা। আমি কই সত্য তুমি কও মিথ্যা, তা আমি তোমারে বোঝাই ক্যামনে। (মল্লিকা টেবিলের জিনিস পত্র নাড়া চাড়া করে) দ্যাখ মল্লিকা আমি তোমার হাজব্যাণ্ড। হাজব্যাণ্ডের ওপর কেথ রাখন, ওয়াইফগো'র ডিউটি, নৈলে ফ্যামিলি লাইফে ডিজাস্টার আসে-বোঝ

[মল্লিকা এটা ওটা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ ট্রান-জিসটারের নবটা ঘুরিয়ে দেয়। রেডিওতে ধ্বনিত হয়" ছোট

পরিবার সুখী পরিবার;" নবটা খট্ করে বন্ধ করে মল্লিকা।
বলে]

মল্লিকা ॥ থাক ন্যাকামী করতে হবে না। আমি কারুর একটা কথাও বিশ্বাস করি না, এটা যেন কেউ না ভোলে।—— ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঞ্চন কাঞ্চন বলে চীৎকার বেশ আমি আজই রেনী পার্কে চলে যাচ্ছি; সেখানে আমার বাবা মা আজও বেঁচে আছেন। কেউ যেন সেখানে গিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করে।

প্রভাত ॥ বেশ বিশ্বাসই যখন নাই, তখন যা মন চায় তাই কর। আমিও যাই; আর কাউরে কমুনা কই যাই জিগাও। আর কাউরে কমুনা ষ্টপ মি ফ্রম গোইং। শুনছো এই ভয়েস অব প্রভাত আর তুমি শুনবানা কোনদিন। কাল আর্লি মর্নিং এ শহর শুদ্ধা মানষে দেখবো দি ট্রাজিডী অফ এ ডিফিটেড হাজব্যাণ্ড।

মল্লিকা ॥ হুঁঃ বিশ্বাস করবে। তবু যদি না সংযুক্তা, শোভনা, গার্গী এদের কথা জানতুম।

প্রভাত ॥ পুরাণ কথা তুলো ক্যান? সামনে তাকাও, সামনে তাকাও—

মল্লিকা ॥ সংযুক্তা তোমাকে যে চিঠি লিখেছিল—

প্রভাত ॥ চিঠি! লাভ লেটার? হ্যা কী যে কও?

মল্লিকা ॥ দেখবে (ব্যাগ খুলে) এটা এটা কী? আর এই কলম—

প্রভাত ॥ খাইছে।

মল্লিকা ॥ গার্গীর কাউনটেনপেন, শোভনার ভারত প্রেম কথা—

প্রভাত ॥ মল্লিকা, মল্লিকা, শুন শুন দ্যাখছ নি—

মল্লিকা ॥ কী? কী শুনবো?

প্রভাত ॥ দেখ কইছে বলে অতীত অতীত। লেট দি পাষ্ট বারি ইটস ডেথ্। বুঝলা বর্ত্তমানের কথা কও এই বর্ত্ত-মানের।

মল্লিকা। শুধু তুমি আর আমি না?

প্রভাত ॥ নাঃ নাঃ আরো আছে

মল্লিকা ॥ কী!

প্রভাত ॥ নিতাই গড়গড়ির বউ।

মল্লিকা ॥ কোথায়?

প্রভাত ॥ দেখ দিকি বোধহয় আইছে জানলায়

[মল্লিকা সোজা জানলার ধারে যায়]

থাইছে। বাক্সের মধ্যে বিশ কৌটায় লুকায়ে থুইছিলাম সেই হান থেইক্যা বার করছে চিঠি পত্তর। এই সব বর্ণ সি,আই,ডি গো লইয়া ক্যান যে ঘর করতে হয় বুঝিনা। নাঃ আজই ও গুলারে আগুনে পুড়াইয়া তবে অন্য কাম।

মল্লিকা ॥ কোথায় নিতাই গড়গড়ির বউ

প্রভাত ॥ নাই! না থাউক চল আমরা যাই

মল্লিকা ॥ না

প্রভাত ॥ রাগ করে না মনা

মল্লিকা ॥ ফের আমাকে মনা মনা করছো?

[সোমা ও যূথিকার প্রবেশ]

যূথিকা ॥ এই যে এরা আছে। মল্লিকা শোন (প্রভাতকে) তুমিও বসো—

প্রভাত ॥ ক্ষমা করবেন যূথিকা দি ; ওই নিতাই গড়গড়ির ব্যাপারে আমি নাই, আমারে ছাইড়া দ্যান।

যূথিকা ॥ কেন? যেটা চলছে সেটাকে তুমি ভাল মনে কর?

প্রভাত ॥ আমি কিছুই মনে করিনা। হুঃ নিজের জ্বালায় জ্বলে মরি

মল্লিকা ॥ কী বললে?

প্রভাত ॥ না কইছি বলে নিতাই গড়গড়ির বউ নিতাই গড়-গড়ির থাউক আমার ওগো ব্যাপারে ইনটারফেয়ার করণের কোন ইচ্ছা নাই। আমি যাই যূথিকা দি। [প্রস্থান]

যূথিকা ॥ কিন্তু তোমরা যা ভাবছো তা হবে না। তোমাদের সুবিধের জন্য ওই রকম একটা ছেলেধরা বউকে আমি কিছুতেই এবাড়ীতে থাকতে দেবো না। শোন একটা চিঠি লিখতে হবে—

মল্লিকা ॥ চিঠি কোথায়?

যূথিকা ॥ ঘাটশীলা হাসপাতালে। হ্যাঁরে সোমা ওরা ঘাটশীলা হাসপাতালের কথাই বলেছিল বললি না?

সোমা ॥ হ্যাঁ

যূথিকা ॥ চল দিকি মল্লিকা একটা চিঠি লিখে ফেলি। এই জলভর্ত্তি শরীর নিয়ে যে কতদিক সামলাবো বুঝিনা। নে চল আর দেরী করিস নি—

[নেপথ্যে জলধরের ডাক শোনা যায়। গম্ভীর ভারী গলায় জলধর -বাবু ডেকে চলেছেন, একঘেয়ে

সুরে কাঞ্চন! কাঞ্চন!—ঘরের সবাই চকিত হয়।
মল্লিকা ছুটে যায় জানলার ধারে।]

মল্লিকা॥ যূথিকাদি বুড়োটা আজকেও এসেছে—

সোমা॥ দেখো দেখো ওপরের জানলাটা খুলে গেছে—

মল্লিকা॥ ও যূথিকাদি ওপরের জানলা দিয়ে একটা প্লাষ্টিকের ঝুড়ি নীচে নেমে আসছে—দেখছো—দেখতে পাচ্ছো—

যূথিকা॥ হ্যাঁ।

সোমা॥ জানো ওই ঝুড়িটা নীচে নেমে এলে বুড়ো একটা কাগজে কী সব লিখে ওর মধ্যে ফেলে দেবে—তারপর আবার উঠে যাবে ঝুড়িটা—

মল্লিকা॥ ঐ যাঃ

সোমা॥ }
যূথিকা॥ } কী হলো

মল্লিকা॥ থেমে গেল ঝুড়িটা—

যূথিকা॥ থেমে গেল—কই দেখি তো—সর—সর—

মল্লিকা। জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল যূথিকাদি।

সোমা॥ ও নিশ্চই আমাদের দেখে ফেলেছে।

মল্লিকা॥ সন্দেহ করেছে বোধহয়—না?

যূথিকা॥ ওই ভাবে হুমড়ী খেয়ে সকলে মিলে জানলার ওপর পড়লে দেখতে পাবে না। বললুম সব চুপি চুপি আড়াল থেকে দেখ—

সোমা॥ কখন বললে—

যূথিকা ॥ না বললেও—তোদের বুদ্ধি বলে তো একটা পদার্থ আছে—না কি ?—

মল্লিকা ॥ (হঠাৎ জানলার কাছ থেকে ছুটে এসে) সোমা—সোমা—

সোমা ॥ (বিস্ময়ে) কী হলো ?

মল্লিকা ॥ (রুদ্ধশ্বাসে) আসছে !

যূথিকা ॥ আসছে ? কে ?

মল্লিকা ॥ ওই বুড়োটা ।—আমি পষ্ট দেখলুম—ওপরের জানলাটা বন্ধ হয়ে যেতেই বুড়ো আমাদের এই জানলার দিকে তাকিয়ে দেখল তারপর—

[বাইরের দরজায় করাঘাত শোনা যায়]

ওই—ওই এসে গেছে—

সোমা ॥ কী হবে যূথিকাদি। সেদিন তবু ওরা সবাই ছিল।—বুড়ো যদি সত্যি সত্যি পাগোল হয়। (করাঘাত)

মল্লিকা ॥ আমার ভীষণ ভয় করছে—

যূথিকা ॥ আ মর—ওরকম করছিস কেন ? বুড়ো বাঘ না ভাল্লুক যে তোকে গিলে খেয়ে ফেলবে—খুলে দে দরজাটা—

সোমা ॥—না—না

[হঠাৎ মল্লিকা তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করে, প্রায় লাফিয়েই সোমার পিছনে চলে যায়। যূথিকা ও সোমাও চমকে ওঠে। দেখা যায় খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে জলধর বাবু প্রবেশ করছেন। ঘরে ঢুকে জলধর বাবু প্রথমে একটু দাঁড়ান। তারপর দেখতে পান ওদের। ওরা ঘরের জান

দিকে একটা "অতএব" চিহ্নের মতো তিনজনে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জলধর বাবুকে দেখছিল; প্রথমে যূথিকাদি, তাঁর পেছনে সোমা আর মল্লিকা পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। জলধর বাবু ওদের দেখে লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে এগোতে সুরু করেন, ওরাও সমান তালে পেছুতে সুরু করে। জলধর বাবু চেয়ারের কাছ বরাবর আসেন, ওরাও পেছিয়ে যায় প্রায় দেয়াল বরাবর। জলধর বাবু আর একবার দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের দেখেন—তারপর আবার এগুতে সুরু করেন। ওঁকে আরো এগুতে দেখে সোমা প্রায় চীৎকার করে বলে ওঠে]

সোমা ॥ (ভয়কম্পিত বিকৃতকণ্ঠে) আপনি বসুন না—

জলধর ॥ (দাঁড়িয়ে পড়ে) এ্যাঁ।

যূথিকা ॥ আপনি বসুন।

জলধর ॥ বসবো। (বসেন। তাকান।)

[জলধর বাবু বসলে ওরা তিনজনে কয়েক লহমা সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।]

তোমরা বসবে না?

[ওরা কিছু না বলে তিনজনেই সন্তর্পণে এগিয়ে আসে। যূথিকা জলধর বাবুর সামনের চেয়ারে বসে, মল্লিকা আর সোমা যূথিকাদির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে পাশা- পাশি। কেউ কোন কথা বলেনা। সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে জল-ধরের দিকে।]

কাঞ্চন এসো না—(ওরা চুপ করে থাকে) জানলা বন্ধ করে দিল—ক'দিন থেকেই এমন করছে—কী যে হলো—একটু চোখের দেখা—তাও বন্ধ হয়ে গেল—নাঃ—আমি নিয়ে যাবো আমি নিয়ে যাবো—এমন করে থাকলে আমার কাঞ্চন সত্যি সত্যি মরে যাবে আমি আর ভয় করবো না। —তোমরা —তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারো—

যূথিকা ॥ কোথায়—

জলধর ॥ ওপরে—আমার—আমার কাঞ্চনের কাছে। আমি—আমি ওকে নিয়ে যাবো। আমার কাঞ্চনকে আমি নিয়ে যাবো—

যূথিকা ॥ এতদিন নিয়ে যান নি কেন ?

জলধর ॥ এঁা !

যূথিকা ॥ এতদিন নিয়ে যান নি কেন ?

জলধর ॥ আমার যে ভয় করে—ভীষণ ভয় করে—

সোমা ॥ কাকে—

জলধর ॥ নিতাই—নিতাইকে—যদি কিছু ঘটে যায়—যদি—

যূথিকা ॥ তাই বলে আপনার মেয়েকে এই ভাবে কষ্ট পেতে দেবেন !

জলধর ॥ কষ্ট—। কে কাঞ্চন—সে কী খুব কষ্ট পায়—?

সোমা ॥ যূথিকাদি—

যূথিকা ॥ চুপ কর—কষ্ট পায় কী না তা কি আপনি বুঝতে পারেন না। এই ভাবে সারাদিন বন্ধ হয়ে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে—

সোমা ॥ যূথিকাদি—

যূথিকা ॥ মেয়েদের কষ্ট আপনারা বোঝেন না বলেই মেয়েটাকে এই ভাবে একটা বদমাসের হাতে ফেলে রেখে দিয়েছেন—

জলধর ॥ বদমাস—কে !

যূথিকা ॥ আপনার গুণধর জামাই। ওই নিতাই গড়গড়ি। একটা লম্পট—মাতাল—

সোমা ॥ যা আমরা জানিনা তা কেন বলছো যূথিকাদি।

জলধর ॥ মাতাল—লম্পট—নিতাই—না—না—তা হতে পারে না—কী বলছো তোমরা—নিতাই মাতাল—লম্পট তাও কী কখনো হয় ?

যূথিকা ॥ আমরা যা জানি তাই বললুম—আমাদের মাথার ওপরেই তো থাকে—

জলধর ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা বটে—তা বটে—

যূথিকা ॥ যদি ভালো চান তাহলে মেয়েকে নিয়ে যান—নৈলে আপনার গুণধর জামাই অত্যাচার করেই ওকে মেরে ফেলবে —আপনার কাঞ্চনকে আর কোনদিন দেখতে পারেন না।

জলধর ॥ কাঞ্চনকে কোনদিন দেখতে পাবো না ? না—না—তা হয় না—আমার কাঞ্চ—আমার একটি মাত্র মেয়ে—না—না—তা হয় না—(হঠাৎ মল্লিকাকে দেখে) কে ? ওই তো—এই তো আমার কাঞ্চন (এগিয়ে যান)।

মল্লিকা ॥ (ভয় পেয়ে) না—না—

জলধর ॥ আয় মা—আয়—অমন করে পালিয়ে যাসনি। নিতাই তোকে কষ্ট দেয়—অত্যাচার করে—আয় আয় আমি তোকে

লুকিয়ে রেখে দেবো—আর নিতাই তোকে দেখতে পাবেনা—আয় আয়—মা—(হাত ধরে ফেলেন)

মল্লিকা ॥ (হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে) না—না—যূথিকাদি—সোমা—

জলধর ॥ না—আমি তোকে ছাড়বো না—একবার যখন পেয়েছি তখন কিছুতেই ছাড়বো না কাঞ্চন—কাঞ্চন—আঃ—

[মল্লিকা হাত ছাড়াবার জন্য টানাটানি করছিল। শেষে উপায় না দেখে জলধর বাবুর হাতে কামড়ে দিয়ে হাত ছাড়িয়ে সোজা দরজার দিকে ছুটে পালায়, কিন্তু বেরুতে পারে না, তার আগেই আর্তনাদ করে উঠে ছিটকে ঘরের মাঝখানে চলে আসে। দেখা যায় নিতাই গড়গড়িকে।]

নিতাই ॥ বাবা।

জলধর ॥ আমার কাঞ্চন—

নিতাই ॥ কই কোথায় আপনার কাঞ্চন—

জলধর ॥ না—না—আমি আর ভয় করি না—ওরা বলেছেন তুমি কষ্ট দাও কাঞ্চনকে—কষ্ট পেয়ে পেয়ে আমার মা একদিন মরে যাবে—নিতাই—নিতাই—বাবা আমার কাঞ্চন মাকে ছেড়ে দাও আমি ওকে নিয়ে যাই—ও যদি মরে যায় তাহলে আমি কাকে নিয়ে থাকবো—কাঞ্চন—

নিতাই ॥ কোথায় আপনার কাঞ্চন—

জলধর ॥ ওই তো—

নিতাই ॥ না—উনি কাঞ্চন নন—কাঞ্চন নেই—

জলধর ॥ নেই—আমার কাঞ্চন—

নিতাই ॥ (সোমাদের) উঃ কেন কেন আপনারা আবার ওঁকে এখানে ডেকে এনেছেন—কেন আপনারা আবার ওঁর সামনে কাঞ্চনের কথা তুলেছেন ? আমি তো আপনাদের বলেছি সব কথা—তবে কেন আপনারা আমাদের ওভাবে কষ্ট দিচ্ছেন—

সোমা ॥ দেখুন উনি—

নিতাই ॥ দোহাই আপনাদের—আপনারা ওঁর কাছে কী বলেছেন জানি না—কিন্তু আমি হাতজোড় করে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইছি—আমাদের একটু স্বস্তিতে থাকতে দিন—দয়া করে আমাদের একটু বাঁচতে দিন—

জলধর ॥ কাঞ্চন—

নিতাই ॥ ওঃ কাঞ্চন—কাঞ্চন—কাঞ্চন—কাঞ্চন নেই—কাঞ্চন নেই —কাঞ্চন নেই—বলুন—বলুন—আর কতবার বললে আপনাদের সবার বিশ্বাস হবে—

জলধর ॥ নিতাই—নিতাই—

নিতাই ॥ কাঞ্চন মারা গেছে—অনেক—অনেকদিন আগে মারা গেছে—

জলধর ॥ নিতাই—উত্তেজিত হোয়ো না বাবা—উত্তেজিত হোয়ো না—

নিতাই। ওপরে যে আছে—সে সত্যবতী—কাঞ্চন নয়—ওঃ ওঃ (মাথা চেপে ধরে)।

সোমা ॥ কী হলো।

জলধর ॥ মাথার যন্ত্রণা—মাথার যন্ত্রণা—ও এক্ষুনি পড়ে যাবে— নিতাই—নিতাই—

নিতাই ॥ কাঞ্চন নেই—ও সত্যবতী—ও সত্যবতী—

জলধর ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—সত্যবতী—নিতাই—বাবা—একটু জল—একটু জল—

[সোমা জল আনে। ওর মাথায় মুখে দেয়]

নিতাই—বাবা—

[নিতাই চোখ মেলে। কয়েক পলক তাকাবার পর যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। ঘরে উপস্থিত সবাইকে দেখে—তারপর চকিতে উঠে দাঁড়ায়। জলধর বাবুর দিকে তাকিয়ে বলে।]

নিতাই ॥ বাবা—

জলধর ॥ এ্যাঁ।

নিতাই ॥ চলুন।

জলধর ॥ হ্যাঁ বাবা—চলো—চলো—

[উভয়ের প্রস্থান]

সোমা ॥ ছিঃ ছিঃ কী হয়ে গেল বলতো যূথিকাদি? কী মনে করলেন আমাদের ভদ্রলোক।

যূথিকা ॥ তুই থাম—

মল্লিকা ॥ খুব রেগে গেছে—

সোমা ॥ যা আমরা জানিনা তা মিথ্যে মিথ্যে করে না বললেই হতো

যূথিকা ॥ মিথ্যে—আমি মিথ্যে কথা বলেছি—হ্যাঁ সেই কথাই তো এখন তোরা বলবি—মাথার ওপর ওই রকম একটা মাতাল লম্পট নিয়ে বাস করা—এর আঁচ কী নিজেদের গায়ে লাগবে না—ওই তো মল্লিকাই বলুক—

[নেপথ্যে একজন অপরিচিতের কণ্ঠ শোনা যায়।]

নেপথ্যে ॥ আসতে পারি—

যূথিকা ॥ কে ?

[দেখা যায় দরজার কাছে একজন আগন্তুক এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুকের চেহারা লম্বা ছিপছিপে। পরনে নিখুঁত সাহেবী পোষাক—ওভার কোট এবং ফেল্ট হ্যাট পর্যন্ত। হাতে একটা এ্যাটাচী। আর এক হাতে পাইপ।]

আগন্তুক ॥ আমার এখানে আসবার কথা ছিল গতকাল—বিশেষ জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকায় আসতে পারিনি—সমীর নিশ্চই বলেছে আপনাকে—

সোমা ॥ হাঁ!

অগন্তুক ॥ ভালকথা আমার নামটাই আপনাদের বলা হয় নি। আমি সত্য—সত্য গুপ্ত—

যূথিকা ॥ সত্য গুপ্ত—

সত্য ॥ আদি এবং অকৃত্রিম। আপনি তো যূথিকাদি—পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন—আপনার স্বামী নরেশ বাবু—সম্প্রতি রিটায়ার করে এই ফ্ল্যাটটী কিনেছেন—গুড ওল্ড জেণ্টেলম্যান—

যূথিকা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) আপনি—

সত্য ॥ (মল্লিকাকে) বসুন মল্লিকা দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

মল্লিকা ॥ (বিস্ময়ে) আজ্ঞে—

সত্য ॥ প্রভাত বাবু ব্যাঙ্কের লেজারে কাজ করেন তো। ভেরী

ইনটারেস্টিং ম্যান! বাই দি বাই নীচে মন্টু বাবু থাকেননা—আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড—

যুথিকা॥ আপনি কে ?

সত্য॥ সত্য! সত্য গুপ্ত—

যুথিকা॥ আপনি কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি!

সত্য॥ দিল্লী।

যুথিকা॥ দিল্লী! আপনি এ বাড়ীর এত খবর জানলেন কী করে ?

সত্য॥ জানলাম—মানে—

যুথিকা॥ আপনি নিশ্চই পুলিশের লোক—

সত্য॥ পুলিশ—না—না—আপনি ভুল করছেন—

যুথিকা॥ হাঁ—পুলিশ—নিশ্চই আপনি পুলিশের লোক—। আর এক দণ্ডও এখানে নয়—

সোমা॥ যুথিকাদি

যুথিকা॥ না—সোমা—পুলিশের লোককে খবর দিয়ে ডেকে আনবার আগে সমীরের একবার আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

সোমা॥ যুথিকাদি তুমি ভুল করছো—

যুথিকা॥ আর ন্যাকা সেজে থাকিস নি সোমা। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল তা আমি ঢের বুঝি—আমিও কচি খুকী নই। পষ্ট বললেই হতো আমাদের এখানে আসাটা তোরা আর পছন্দ করছিস না—চলে আয় মল্লিকা—

সোমা॥ যূথিকাদি শোন—যূথিকাদি—আমাদের ভুল বুঝোনা যূথিকাদি—

[যূথিকা ও মল্লিকার প্রস্থান]

কী করলেন বলুন তো।

সত্য॥ আমি কী খুব অন্যায় করে ফেললাম—?

সোমা॥ যূথিকাদি হঠাৎ—

সত্য॥ কারণ আছে সোমা দেবী—কারণ আছে—

সোমা॥ কারণ আছে?

সত্য॥ সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো অত সহজ নয়—

সোমা॥ তার মানে—

সত্য॥ মানে—না থাক—অন্ধকারের বস্তু অন্ধকারেই থাকা ভালো—তাকে বাইরে টেনে এনে লাভ নেই।

সোমা॥ আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। সত্যিই তো আপনি কে—আর কী করেই বা আমাদের এত খবর জানলেন—সকলের নাম ধাম—পরিচয়—?

সত্য॥ বিশ্বাস করুন আমি সত্যিই খুব একটা সাংঘাতিক কিছু নই।—আচ্ছা এখানে আসবার আগে এই বাড়ীর সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিলে এখানকার বাসিন্দাদের নাম ধাম পেশা কী জানা যায় না? পাড়ার লোকেরাও বলতে পারে?

সোমা॥ পারে। কিন্তু কেউ সাধারণত তা করে না। বিশেষ কোন কারণ না থাকলে—

সত্য ॥ আই সী—সমীর তাহলে আপনাকে কিছু বলেনি। আমি ভেবেছিলাম—

সোমা ॥ সমীর—

সত্য ॥ তার বলা উচিত ছিল। আপনাকে বলা উচিত ছিল।

সোমা ॥ আপনি কী নিতাই গড়গড়িদের ব্যাপারে—

সত্য ॥ নিতাই গড়গড়ি? ও আপনাদের ওপরে, ওঁরা। না সোমা দেবী আমি ঠিক কারুর ব্যাপারে আসিনি। আমি এসেছি খুঁজতে

সোমা ॥ খুঁজতে!

সত্য ॥ দিল্লী, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, প্রতিটি জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি: যখন যেখানে খবর পেয়েছি সেইখানেই ছুটে গেছি। কিন্তু সব সময়ে দেখি বড় দেরী হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে ঠিক মুহূর্তটা আজ পাঁচ বছর ধরে একবারও আমার সামনে এলো না। সব সময়েই দেরী হয়ে গেল।

সোমা ॥ কাকে খুঁজছেন জানতে পারি? অবশ্য যদি আপনি কিছু মনে না করেন?

সত্য ॥ খুঁজছি? খুঁজছি একটা নাম: হ্যাঁ নামই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি: কেননা নাম ছাড়া বোধহয় আর কোন অস্তিত্বই তার আজ নেই। একটা নাম খুঁজে বেড়াচ্ছি সোমা দেবী।

সোমা ॥ নাম! কী নাম?

সত্য। সত্যবতী।

সোমা ॥ (বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে) সত্যবতী!!!

[সোমার ভাবান্তরে চকিতে তার মুখের দিকে তাকায় সত্য। সোমা লজ্জিত হয়। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে দ্রুত পদে চলে যায় অন্দরে।]

সত্য ॥ (বিস্মিত কণ্ঠে) ফানি।

পর্দা

তিন

[একইদৃশ্য। রাত্রি। সোমা আর মল্লিকা কথা বলছিল।]

মল্লিকা॥ যূথিকা দি বলছে সব মিথ্যে কথা। ধাপ্পা। সত্যবতীর গল্প উনি না কি বানিয়ে এনেছেন।

সোমা॥ কিন্তু উনি যা বললেন—

মল্লিকা॥ তা যদি সত্যিও হয়, তাহলেও সত্যবতীকে খুঁজে বেড়াবার কী কারণ আছে? সেতো চলেই এসেছে ওঁকে ছেড়ে। আর আইনতও তারা ডির্ভোস্‌ড। সুতরাং নিতাই গড়গড়ির বউ যদি সত্যবতীই হয় তাহলেও তো ওঁর তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াবার কোন কারণ নেই। না সোমা ওই ভদ্রলোককে আমারও ভাই যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে; যূথিকাদি হয়তো ঠিকই বলছেন—

সোমা॥ কী বলছেন?

মল্লিকা॥ সত্যবাবু পুলিশের লোক, নিশ্চয়ই কোন গোপন মতলবে এখানে এসেছেন।

সোমা॥ যদি তাই এসে থাকেন তাহলেই বা আমাদের কী? কাজ হলে চলে যাবেন। আমরা তো চোর ডাকাত নই যে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে?

মল্লিকা॥ কী জানি ভাই যূথিকা দি যেন—

সোমা ॥ হ্যাঁ যূথিকাদি যেন সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি করছেন। আচ্ছা মল্লিকা যূথিকাদি সত্য বাবুকে দেখে বেশ একটু ভয় পেয়ে গেছেন না ?

মল্লিকা। তাই তো মনে হচ্ছে।

সোমা ॥ কিন্তু কেন বলতো? হঠাৎ যূথিকাদির এত ভয় পাবার কী কারণ ?

[মল্লিকা কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় প্রভাতের প্রবেশ।]

প্রভাত ॥ এই যে বৌদি—

মল্লিকা ॥ তুমি এখানে কী করতে এসেছো ?

প্রভাত ॥ আইচ্ছা আমারে দ্যাখলেই তুমি এ্যামন চ্যাতাইয়া ওঠো ক্যান কও তো।

মল্লিকা ॥ তুমি যাবে এখান থেকে—

প্রভাত ॥ আরে এ মাইয়া তো দেখি শাঁখের করাত। আউগাইলেও কাটে, আবার পিছাইলেও কাটে। আইচ্ছা বৌদি তুমি একখানা জ্যাজমেন্ট দ্যাও দেখি—নিরপেক্ষ ভাবে দিবা কিন্তু।

মল্লিকা ॥ দেখো ভালো হচ্ছে না বলছি—

প্রভাত ॥ আরে থোও তোমার ভাল মন্দ। গুড এণ্ড ব্যাডের তুমি কী বোঝ? শোন বৌদি, আমি তো অককরে রটন হয়্যা গেছি, কাম কাজের পর বাড়ী ফিরিনা, বন্ধুবান্ধবদের লয়্যা আড্ডা দেই, ঘরের মধ্যে যে একজন অসহায় অবলা মাইয়ারে বউ কইরা অ্যাইন্যা থুইছি তার কথা ভাবি না, বাইরে আমার অনেক গার্ল ফ্রেণ্ড আছে, তা গো লইয়া

সিনেমা, থিয়েটার, রেষ্টুরেন্ট গঙ্গার ধারে ঘোরা ফেরা করি, তার নাকি সব প্রমাণও আছে হ্যার কাছে। শুনছো তো সবই। তাই আমি ঠিক করেছি।

মল্লিকা।। দ্যাখো ভালো হচ্ছে না বলছি—

প্রভাত। তুমি আমারে কইতে দিবা কি না?

মল্লিকা।। তুমি যদি বলো—

প্রভাত।। চক্ষু পাকাইয়ো না—চক্ষু পাকাইওনা…মারবা নাকি?

মল্লিকা।। আর কত বদনাম দেবে গো?

প্রভাত।। বৌদির সামনে সেই কথা নাই বা কইলাম। বৌদিও তো মাইয়ামানুষ—সী ইজ নট দি এক্সসেপসন ··

সোমা।। তাই বুঝি—

প্রভাত।। অয় অয়—অল রোড লিডস টু রোম বুঝলা—সবাইরে জিগাইলেই এভরি থিং উইল বি ডিসক্লোজড। হাজব্যাণ্ডের লগে ঝগড়া করণের ল্যাংগুয়েজ তামাম গৃহিনীরই এক রকম। ও একই লংপ্লেয়িং রেকর্ড বাজে সব ঘরে। আর কোয়োনা।

মল্লিকা।। আমি চল্লুম সোমা—

প্রভাত।। (হাত ধরে) এই তুমি যাও কই। বসো আজ একটা হেস্ত নেস্ত কইরা তবে অন্য কাম। শোন বৌদি—আমি তিন মাসের ছুটি লইছি—মেডিক্যাল লিভ—উইথ দাউট পে।

সোমা।। ছুটি নিয়েছো—

প্রভাত।। হ' লইছি। উইদাউট পে—ক্যান জিগাইবা না?

মল্লিকা।। আচ্ছা কী কাণ্ড বল দেখি সোমা। উনি বিনা মাইনের শুধু শুধু তিন মাসের ছুটি নিয়ে রাতদিন বাড়ীতে বসে আছেন।

যে কটা টাকা ভাই এধার ওধার করে জমিয়ে ছিলুম সব গেছে সংসারের পেছনে। যত বলছি অফিসে যাও ছুটি কাটিয়ে দাও—কিছুতেই যাবে না। সব সময় ছায়ার মতো আমার পিছু পিছু ঘুরছে। রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে বসে রইল—লাজ লজ্জাও নেই। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকেই ফিরে আসতে হলো। এই এক্ষুনি ঘুমুচ্ছে দেখে তোর ঘরে পালিয়ে এলুম—তা দ্যাখ ঠিক পিছু পিছু এসে হাজীর হয়েছে।

প্রভাত ॥ ক্যান অখন তো কাছে কাছে আছি! আর তো এক-দণ্ড তোমারে কাছ ছাড়া করিনা—অখন এ্যাতো বিরক্ত ক্যান। বুঝলা বৌদি পাঁচ গ্রোস মোমবাত্তি কিইন্যা থুইছি। সামনে বর্ষাকাল—আকাশে ম্যাঘ ছাখলেই ঠিক করছি ওই মোমবাত্তি জ্বালাইয়া ঘরের মইধ্যে দুইজনে গীতগোবিন্দ পড়ুম দুইমাস। এই দ্যাখ। (মোমবাত্তির প্যাকেট দেখায়) আর এই ছাখ—

[একটা চাদর দেখায়]

সোমা ॥ ওটা কী?

প্রভাত ॥ ক্যান গাঁটছড়া। সেই বিয়ার-দিনের গাঁটছড়া খান বাইর করছি খুঁইজ্জা। হেই দিয়া দুইজনরে বাইন্ধা রাখুম সারা বর্ষাকাল। কও দেখি হেই প্রলেম সলভ করনের আমার আর কোন উপায় আছিল কি না? নিরপেক্ষ জাজ-মেন্ট দিবা কিন্তু।

মল্লিকা ॥ শুনছিস—শুনছিস কাণ্ডটা (রেগে) একেই বলে বাঙালে বুদ্ধি।

প্রভাত ॥ এ্যাই বাঙাল কইব্যা না—তাইলে আমিও মনা কমু কইলাম।

সোমা ॥ (হেসে) সত্যি এতও জানো ভাই ঠাকুর পো।

প্রভাত ॥ সমীররেও বুদ্ধিখান দিমু ভাবত্যাছি—

সোমা ॥ দোহাই তোমার। রক্ষে করো। এমনিতেই যতক্ষণ বাড়ী থাকেন ততক্ষণ ফাই ফরমাস খাটতে খাটতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। ও যতক্ষন বাইরে থাকে ততক্ষনই ভালো—

প্রভাত ॥ (মল্লিকাকে) শোন—শুনছনি—সীতা, সাবিত্রীর আইডিয়াল এরেই কয়। দ্যাখো—

মল্লিকা ॥ যাও না, যেখানে খুশি সেখানে যাও না। আমরা তোমাদের তোয়াক্কা করি ভেবেছো। নিজের বেলা আঁটি শুটি পরের বেলা দাঁত কপাটি। নিজেরা রাতদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবেন—আর আমরা একটু কোথাও বেরুলেই অমনি না না কথা—

প্রভাত ॥ বাইরাও যেখানে খুশি। তয় আমারে লগে লগে লইও; আমি তো অখন ছুটিতে আছি তিনমাস। মেডিকেল লিভ উইদাওট পে।

[নেপথ্যে যূথিকাদির ডাক শোনা যায়]

নেপথ্যে যূথিকা ॥ মল্লিকা মল্লিকা আছিস না কি রে—

প্রভাত ॥ এই রে। প্রেসিডেন্ট আইস্যা পড়ছে। আর থাকন যায় না। তোমাগো প্রেসিডেন্টের কী হইছে কও তো বৌদি? কয়দিন ধইরা দেখত্যাছি গলা খান যেন মিন মিন করত্যাছে—

নেপথ্যে যূথিকা ॥ মল্লিকা

সোমা ॥ ভেতরে এসোনা যূথিকা দি—

প্রভাত ॥ রও রও আমি যাই আগে—।

[প্রস্থান]

[যূথিকাদির প্রবেশ]

যূথিকা ॥ (মল্লিকাকে) অ এখানেই আছিস। গিয়েছিলাম তোর ঘরে—দেখলুম কেউ নেই—

মল্লিকা ॥ এখানেই এসেছিলাম—

যূথিকা ॥ কী জানি—এ ঘরে তো এখন হঠাৎ হঠাৎ ঢুকতে সমীহ হয়। কী বৃন্দাবন লীলা চলছে কে জানে—

সোমা ॥ যূথিকা দি—

যূথিকা ॥ সারাদিন একটা অজানা অচেনা লোক—সমীরও বাড়ী থাকে না—

সোমা ॥ কী বলছো যূথিকা দি—

যূথিকা ॥ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না সোমা। হাসি ঠাট্টার শব্দ আমাদের ঘরেও পৌছায়—আমাদেরও কান আছে।

সোমা ॥ যূথিকা দি—ছিঃ ছিঃ তুমি—

যূথিকা ॥ কী রে মল্লিকা যাবি না কি?

সোমা ॥ দোহাই তোমার যূথিকা দি রাগ করোনা। একটা সামান্য ব্যাপারকে তুমি—

যূথিকা ॥ রাগ করবো কেন? যে যার ঘরে যা করছে তা নিয়ে তো কারুর কিছু বলবার নেই—তবে একসঙ্গে থাকা, চোখে খারাপ ঠেকে তাই বলা—

সোমা ॥ একজন ভদ্রলোক সম্পর্কে এ সব কী ভাবছ তুমি যুথিকা দি। তাছাড়া উনি কেন এসেছেন তুমি যদি সবটা শোন—

যুথিকা ॥ (চমকে) কেন এসেছে!

সোমা ॥ একজনকে খুঁজতে—

যুথিকা ॥ খুঁজতে—তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল। মল্লিকা তা থাক যদি ব্যস্ত থাকিস তাহলে নয় পরে বলবো খন

সোমা ॥ যুথিকা দি

যুথিকা ॥ একটা কথা বলি সোমা কিছু মনে করিস নি। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে গলেই—ওটা প্রকৃতির নিয়ম।

[প্রস্থান]

সোমা ॥ মল্লিকা।

মল্লিকা ॥ যুথিকাদির মন যে এত ছোট তা বুঝতে পারিনি সোমা।

সোমা ॥ কী হবে ভাই? উনি যে ভাবে বলতে সুরু করেছেন—

মল্লিকা ॥ থাম দিকিনি তুই—

সোমা ॥ না না মল্লিকা তুই জানিস না, মানুষের কেচ্ছা রটাতে যুথিকাদির জুড়ি নেই। এতক্ষণে নিশ্চই সারা পাড়া রটে গেছে। ছি ছি লজ্জায় ঘেন্নায় আমার মাথা যেন মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে মল্লিকা। ভাবতে পারিস কথাটা যদি সত্যবাবুর কানে যায় ছি ছি—

মল্লিকা ॥ তুই বড় বেশী ভাবিস বাপু। বলি সমীর বাবু তো লেখাপড়া জানা মানুষ না কি? যাই ভাই ওদিকে উনি আবার কী করছেন দেখি— [প্রস্থান]

[সোমা একা দাঁড়িয়ে থাকে, চিন্তিত। যেন কী করবে ভেবে পায়না। ঝড়ের বেগে সুশীলের প্রবেশ]

সুশীল ॥ দিদি দিদি—এই যে তুই এখানে আছিস—

সোমা ॥ কী হয়েছে অত হাঁফাচ্ছিস কেন ?

সুশীল ॥ তোদের ওই যূথিকা দি—

সোমা ॥ কী হয়েছে ?

সুশীল ॥ একদিন আমি যা তা বলে দেবো মুখের ওপর। মহিলা বলে খাতির করবো না এই বলে রাখছি তোকে ?

সোমা ॥ ছিঃ সুশীল। একজন ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এই ধরণের কথা বলতে তোর লজ্জা করছে না।

সুশীল ॥ লজ্জা। যদি জানতিস উনি কী করেছেন—

সোমা ॥ (সতর্ক হয়ে) কী করেছেন !

সুশীল ॥ সারা পাড়ায়—ছিঃ ছিঃ—তুই দিদি—নাঃ—তোকে বলে লাভ কী। কিন্তু রাগে আমার সারা গা রিরি করছে।

সোমা ॥ সুশীল !

সুশীল। আর জামাইবাবুরও যাই বল—বুদ্ধি সুদ্ধির কিছু বালাই নেই। বলা নেই কওয়া নেই অমনি ফট করে কোথাকার কে একজন তাকে ডেকে এনে বললেন থাকো।

সোমা ॥ উনি তোর জামাই বাবুর বন্ধু—

সুশীল ॥ হ্যাঁ বন্ধু। চেনা নেই, জানা নেই কবে কোন কালে বন্ধু ছিল—

সোমা ॥ সুশীল

সুশীল ॥ সাত আট বছর তো জামাই বাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের কোন সম্পর্কই ছিল না? বন্ধুটা কিসের? পাড়ার লোকেরই বা দোষ কী। জামাই বাবু যদি এরকম করে তারা তো বলবেই—

সোমা ॥ সুশীল (ঠাস করে চড়মারে)

সুশীল ॥ দিদি! তুই—তুই চড় মারলি আমাকে?

সোমা ॥ চুপ কর—চুপ কর—সুশীল

সুশীল ॥ তুই আমাকে চুপ করাতে পারিস দিদি—কিন্তু পাড়ার লোককে চুপ করাতে পারবি না—

সোমা ॥ সুশীল—

সুশীল ॥ ভাল চাস তো জামাই বাবুকে বলে ওই ভদ্রলোককে বিদায় করে দে। নৈলে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবি না এই আমি বলে দিলুম। আর এই সব কিছুর মূলে আছে তোর সখিকাদি—

[প্রস্থান]

সোমা ॥ সুশীল—সুশীল (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

[সত্যর প্রবেশ]

সত্য ॥ [সোমা কে দেখে] না: এবারেও বোধহয় দেরী হয়ে গেল। সঠিক খবরটা বোধহয় আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না। যাকগে হয়তো অহেতুক আমার এভাবে ঘুরে বেড়ানো-টাও উচিত হচ্ছে না। যেখানেই থাকুক তাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়াই উচিত। আর তাছাড়া যখন তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আমার নেই। না, আর ভাববো না

(বসে পড়ে) তবে কী জানেন দেখা হলে একবার জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল যে, সত্যিই আমার কোন অপরাধ ছিল কি না। যাক গে—কী হলো সোমাদেবী? না না দুঃখিত হবেন না। মানুষের জীবনে এমন সব বিচিত্র ব্যাপার ঘটে যে তার জন্য দুঃখিত হলে চলে না। আমাদের এগুতে হবে, আমাদের চলতে হবে—কেননা আমরা যে বেঁচে আছি। অতীতের অন্ধকার খুঁজে খুঁজে সুড়ঙ্গ পথে চললে হারিয়েই যেতে হয়। আমার হারাবো না; উই মাষ্ট প্রসিড। আমরা চলবো। চাই বা না চাই আমাদের চলতেই হবে। (সিগারেট বার করে) সমীর আসেনি (সোমা মাথা নাড়ে। এতক্ষণে ওকে ভাল করে দেখে সত্য) একী আপনি কাঁদছেন? কী হলো? (সোমা মাথা নাড়ে। সমীর উঠে আসে বলে) না না—কাঁদবেন না সোমাদেবী—কাঁদবেন না—এতে কাঁদবার কিছু নেই। সোমা দেবী—শুনছেন—

সোমা ॥ আপনি বসুন সত্যবাবু।

সত্য ॥ কিন্তু কি হয়েছে আপনার?

সোমা ॥ কিছু হয়নি।

সত্য ॥ তাহলে কাঁদছেন কেন?

সোমা ॥ আপনি বুঝবেন না সত্য বাবু—আপনি বুঝবেন না—

সত্য ॥ আপনাদের পরিবারিক কোন কিছু?

সোমা। আপনাকে বলা যাবে না সত্য বাবু আপনি যান—বসুন—

সত্য ॥ সোমা দেবী—

[দেখা যায় দরজার কাছে সমীর এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তে একটা চাপা আর্তনাদ করে সোমা কোন রকমে সত্যকে পাশ কাটিয়ে অন্দরে প্রস্থান করে। সত্য ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ডাকে]

সোমা দেবী—শুনুন—শুনছেন (সমীর এগিয়ে আসে ওর পায়ের শব্দে সত্য ফিরে তাকায়) কে ?

সমীর ॥ ভেবেছিলাম রাত হবে তা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। কখন এলি ?

সত্য ॥ এই মাত্র।

সমীর ॥ সন্ধান মিললো ?

সত্য ॥ (হতাশ ভাবে) না ? হ্যাঁরে একটা কথা বলবি ?

সমীর ॥ কী ?

সত্য ॥ বাড়ীতে এত অশান্তি করিস কেন ?

সমীর ॥ (বিস্ময়ে) অশান্তি

সত্য ॥ মিসেস কাঁদছিলেন—

সমীর ॥ দেখলাম। বললো বুঝি ?

সত্য ॥ (ব্যস্ত ভাবে) না না উনি কিছু বলেন নি।

সমীর ॥ (হেসে) মেয়েরা ওই রকমই। ওদের যে কখন কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো ওরা নিজেরাও না।

সত্য ॥ (হেসে) তা যা বলেছিস। আমার মনে হয় ওদের কান্নাটা বোধ হয় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে। মাঝে মাঝে না কাঁদলে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।

সমীর ॥ তাই বটে। তা বোস বিশ্রাম কর।

সত্য ॥ হ্যাঁ! বা দেখ কী হয়েছে। মান ভাঙা—উইস্ য়ু সকসেস।

[সমীরের প্রস্থান।]

[সত্য একা বসে বসে সিগারেট খায়। ঘরের আলো কমতে থাকে।]

সত্যবতী—সত্যবতী—যত ভাবছি ও কথা আর ভাববো না, ততই যেন ওই চিন্তাটাই ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে বসছে। কিন্তু সত্যিই কী সত্যবতী (সত্য জানলার কাছে উঠে যায়। ঘরের আলো কমতে কমতে নিভে যায় একেবারে। নেপথ্যে সোমার কান্না জড়ানো গলা শোনা যায়)

নেপথ্যে সোমা ॥ না না তুমি বিশ্বাস করো—প্লীজ—প্লীজ বিশ্বাস করো—

[চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সত্য। অন্ধকার। সময় কাটে। সারা ঘর ধীরে ধীরে নীল চাঁদের আলোয় ভরে যায়। বাইরে আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে। সেই আবছা আলোয় দেখা যায় সত্য পায়চারী করছে অস্থির ভাবে। হঠাৎ ও জানালার কাছে যায়—বাইরের দিকে তাকায় উদগ্রীব হয়ে। আপন মনে বলে।]

সত্য ॥ (আপন মনে) সত্যবতী—ওকি সত্যিই সেই সত্যবতী!

[নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সোমার প্রবেশ]

কে?—(সোমাকে দেখে) একী আপনি—?

সোমা ॥ একটা কথা বলতে এলাম—

সত্য ॥ (বিস্ময়ে) এখন ?

[সোমা জানালার ধারে এগিয়ে আসে]

সত্য ॥ কী হলো ? বলুন ! এ কী আপনি—আপনি কাঁদছেন কেন ? সোমাদেবী শুনছেন—

সোমা ॥ (ভণিতা না করে) আপনি চলে যান এখান থেকে।

সত্য ॥ চলে যাবো।

সোমা ॥ আপনি চলে যান—দয়া করে চলে যান—হয়তো আপনি খুব অবাক হচ্ছেন। আমাকে অভদ্র ভাবছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার অভদ্র হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

সত্য ॥ কিন্তু কেন ?

সোমা ॥ সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারবো না। না—না—কিছুতেই না।

সত্য ॥ সোমা দেবী একটা কথা কী জানেন—

[সোমা হঠাৎ আর্তনাদ করে সরে আসে]

সত্য ॥ কী হলো !

সোমা ॥ যূথিকা দি। এই জন্যেই পূর্ণিমার রাত্রে উনি চাঁদের আলোয় ছাদে বসে থাকেন । (সত্য বাইরে দেখে)

সত্য ॥ সোমা দেবী—ঘটনাটা হয়তো আমি কিছু কিছু—কিন্তু না—না—এ অসম্ভব—মানুষ কী করে এমন হবে—না—না—

[হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলে। দেখা যায় ঘরের দরজার কাছে সমীর এসে দাঁড়িয়েছে। সোমা

তড়িৎপৃষ্ঠের মতো সমীরের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে যায়]

সমীর !

সমীর ॥ গুড নাইট সত্য—গুড নাইট—

সত্য ॥ সমীর।

[সমীর আলোটা নিভিয়ে দেয়। আবছা চাঁদের আলোয় ছায়ার মতো সত্য দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ যেন সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে]

নো নো এমনটা কখনই হতে পারে না—নেভার।

— পর্দা —

চার

[একই দৃশ্য। সমীর ঘরে বসে আছে। সিগারেট খাচ্ছে। কখনো বা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। মনে মনে ভীষণ অশান্ত সে]

সমীর ॥ না না এ কখনই হতে পারে না—কখনই না। সোমা—ছি: ছি: এসব কী ভাবছি আমি—কিন্তু সোমা হঠাৎ এমন করল কেন? এ কী! নিতাই গড়গড়ির ভূত কী শেষকালে আমাকেও চেপে ধরল—শেষটায় আমি সন্দেহ করছি সোমাকে। সন্দেহ করছি—ছি:—ছি:

[চেয়ারে এলিয়ে বসে। ঘরের আলোটা নীলাভ হয়। দেখা যায় যূথিকাদি আসছেন। আধো অন্ধকারে তাঁকে খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কালো এবং হলুদে মেশানো একটা ডোরা কাটা সাড়ী পরেছেন তিনি। আধো অন্ধকারে অদ্ভুত ধরনের দেখায় শাড়ীটা—মানুষটাকে চেনাই যায় না প্রথমে।]

কে? যূথিকা দি আপনি যূথিকাদি!

যূথিকা ॥ কেন চিনতে পারছো না!

সমীর ॥ পারছি—

যূথিকা ॥ একটা কথা বলতে এলুম—

সমীর ॥ বলুন—

যূথিকা ॥ জেগে জেগে যে ঘুমোয়, তার চোখ কোনদিন খোলে না।

সমীর ॥ মানে—

যূথিকা ॥ সত্য গোয়াবাগানে থাকতো—

সমীর ॥ তাতে কী হয়েছে ?

যূথিকা ॥ তোমার বাড়ী সেখানে—

সমীর ॥ তাতেই বা কী !

যূথিকা ॥ সত্য তোমার বিয়েতে আসেনি—

সমীর ॥ যূথিকা দি—না না—এ আমি বিশ্বাস করি না—এ মিথ্যে—

যূথিকা ॥ যা সত্যি তা বিশ্বাস না করলেও সত্যি —

সমীর ॥ না মিথ্যে—

যূথিকা ॥ সত্যি।

সমীর ॥ না—

যূথিকা ॥ হ্যাঁ—

[সত্যর প্রবেশ]

সত্য ॥ কিন্তু আমি যদি বলি যূথিকা দি মিথ্যে বলছেন না।

সমীর ॥ সত্য !

সত্য ॥ হয়তো অন্যায়—হয়তো অন্যায় নয়—কিন্তু যা ঘটেছে তা সত্যি !

সমীর ॥ সত,—সত্য—প্লীজ—প্লীজ তুই মিথ্যে কথা বল—আমার কথাটা ভাব—ভেবে দেখ একবার—আদি—আমি তোর বন্ধু—

[আবছায়ায় এক এক করে মন্টু, প্রভাত, মল্লিকা, সুশীল সবাই নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়

ভাড় করে। সমীর দেখতে পায় না। সে বলে]

মণ্টু॥ অন্যায়টা কিন্তু তোর সমীর।

সমীর॥ মণ্টু।

মণ্টু॥ এ ভাবে হঠাৎ এই ঘটনার মধ্যে সত্যবাবুকে আনাই তোর উচিত হয়নি—

সমীর॥ মণ্টু শেষে তোরাও—প্রভাত; প্রভাত—কোথায়? সে আসেনি?

[প্রভাত অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসে]

প্রভাত॥ আইছি।

সমীর॥ তুই কী বলিস?

প্রভাত॥ আমি কিছুই বলিনা। স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা। ঠাকুর দেবতা পর্যন্ত যাগো ক্যারেকটার এ্যানালিসিস করতে পারেনা আমরা তো কোনছার—

মল্লিকা॥ যূথিকাদি চলো যাই—

সমীর॥ কে? ও মল্লিকা—তুমিও এসেছো—

মল্লিকা॥ আর আসবো না—ছি ছি ছি শেষে সোমাও—হ্যাগা তুমি যাবে—না কি?—

সুশীল॥ এ সব মিথ্যে—

সমীর॥ সুশীল!

সুশীল॥ দিদি কখনই এরকম হতে পারে না—

সমীর॥ সুশীল! বলতো—বলতো তুমি—

সুশীল॥ আমার দিদিকে আপনারা না চিনতে পারেন—কিন্তু

আমি চিনি—আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি আমার দিদি কখনই এরকম নয়—

সমীর ॥ সুশীল—সুশীল—

সুশীল ॥ এ মিথ্যে।

সকলে ॥ সত্যি।

সুশীল ॥ না মিথ্যে।

সকলে ॥ সত্যি।

সমীর ॥ (চীৎকার করে) মিথ্যে একশোবার মিথ্যে।

সকলে ॥ না সত্যি।

সমীর ॥ মিথ্যে।

সকলে ॥ সত্যি।

সমীর ॥ মিথ্যে—মিথ্যে—মিথ্যে—জোর করে একটা মিথ্যেকে সত্যি বলে চালালে তা সত্যি হয়ে যায় না। কখনো না। এ মিথ্যে।

সকলে ॥ সত্যি।

সমীর ॥ মিথ্যে।

সকলে। সত্যি।

সমীর ॥ না—না—না—চলে যাও—চলে যাও তোমরা—আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করিনা—চলে যাও গেট আউট—

[এ্যাসট্রেটা ছোঁড়ে—কাঁচ ভাঙে ঝন ঝন করে। ওরা হাসে—সমীর পাগোলের মতো বলে ওঠে]

সমীর ॥ চলে যাও তোমরা—আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না। চলে যাও—যাও—

[সোমার প্রবেশ]

সোমা ॥ কী হলো—সমীর—

সমীর ॥ সোমা—সোমা— না—না—এ মিথ্যে—মিথ্যে—সোমা—সোমা তুমি ওদের বলো এ মিথ্যে—

সোমা ॥ কী বলবো—কাদের বলবো—

সমীর ॥ ওদের—ওদের—ওইযে

সোমা ॥ কোথায়—

সমীর ॥ ওইযে—(ঘরটা দেখে)—কোথায় গেল—এতক্ষণতো ছিল—এইখানে ছিল—

সোমা ॥ কে—ছিল—(সমীর ভাবে) কি হয়েছে তোমার—একা একা অন্ধকার ঘরে বসে কি সব ভাবছ তুমি—

সমীর ॥ আমি—ওরা—সোমা—

সোমা ॥ কী !

সমীর ॥ সোমা—

সোমা ॥ বলো—

সমীর ॥ সোমা—(জড়িয়ে ধরে)

সোমা ॥ সমীর—

সমীর ॥ বলো সোমা—

সোমা ॥ শেষে তুমিও—

সমীর ॥ না—না—আমি না—একী তুমি কাঁদছো—সোমা—সোমা সোমা—সোমা—সোমা—সোমা

সোমা ॥ না না লজ্জায় আমি কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারছি না গো—এ আমাদের কী হলো—

[দরজায় ধাক্কা। দুজনে দূরে সরে যায়]

কে ?

সমীর ॥ না না দরজা খুলোনা—

সোমা ॥ কেন ?

সমীর ॥ যেই হোক সে চলে যাক। কাউকে দরকার নেই আমাদের ; কাউকে না—

[সোমা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। নিতাই গড়গড়ির প্রবেশ]

নিতাই ॥ সমীর বাবু—

সমীর ॥ (চমকে) কে ?

নিতাই ॥ আমি নিতাই গড়গড়ি—

[সমীর এবং সোমা অবাক হয়ে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিতাই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে]

আমি চলে যাচ্ছি সমীর বাবু।

সমীর ॥ চলে যাচ্ছেন !

নিতাই ॥ হ্যাঁ। তাই যাবার আগে আপনাদের একবার ধন্যবাদ জানাতে এলাম।

সমীর ॥ ধন্যবাদ !!

নিতাই ॥ আমরা স্বস্তি চেয়েছিলাম। সারা জীবন ধরে অনেক দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে লড়াই করতে করতে শেষটায় একটু স্থৈর্য খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু তা হবার নয়—জীবনে কোথাও দাঁড়ানো যায় না। কোথাও না।

সমীর ॥ নিতাই বাবু।

নিতাই ॥ সারা জীবন লড়াই করে, অনেক ক্ষতবিক্ষত হয়েছি তাই লড়াইটাকে এড়িয়ে শান্তি খুঁজতে গিয়েছিলাম। দেখলাম নিজেদের অজান্তেই সবার চেয়ে দূরে সরে গেছি। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি সবার থেকে। সে আরো যন্ত্রণা, আরো কষ্ট। যাক গে ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্টের কথা বলে কোন লাভ নেই। আপনাদের ভিটারব করলাম কিছু মনে করবেন না। (যেতে গিয়ে ফিরে) ভাল কথা আমার শ্বশুর মশায় মারা গেছেন।

সোমা ॥ জলধর বাবু

নিতাই ॥ হ্যাঁ। (দরজার কাছে যায়)

সমীর ॥ নিতাই বাবু (নিতাই ফেরে) আপনার কী না গেলেই নয়।

নিতাই ॥ না! আমার স্ত্রী এখানে আর থাকতে চাইছেন না।

সোমা ॥ কেন?

নিতাই ॥ জানিনা। হয়তো ভাল লাগছে না। আজ দুতিন দিন ধরে তিনি কেমন যেন অশান্ত হয়ে উঠেছেন। যাকগে সে তাঁর ব্যাপার—নমস্কার সমীর বাবু— [প্রস্থান]

সোমা ॥ আমি জানি নিতাই গড়গড়ির বৌ কেন যাচ্ছে।

সমীর ॥ সোমা?

সোমা ॥ কিন্তু জলধর বাবু—আমার খুব খারাপ লাগছে সমীর মনে হচ্ছে যেন আমরাই ওঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী—

সমীর ॥ হতেও পারি। মারা তো তিনি যেতেনই আর ও ভাবে বেঁচে থেকেও—

[ক্রুদ্ধ মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ সোমা সোমা শুনেছিস কাণ্ড (সমীরকে দেখে) ও ।

সমীর ॥ এসো মল্লিকা বসো—

সোমা ॥ কী হয়েছে ?

মল্লিকা ॥ যূথিকাদি

সোমা ॥ কী হয়েছে যূথিকাদির

মল্লিকা ॥ যূথিকাদি সত্য বাবুর কাছে খুব কান্নাকাটি করছেন ।

সোমা ॥ কেন ?

মল্লিকা ॥ এখানে আসার আগে যূথিকাদি তো দিল্লীতে থাকতেন ।

সোমা ॥ (বিস্ময়ে) দিল্লীতে ॥

মল্লিকা ॥ হ্যাঁ । আগে তো জানতুম না । আমাদের কাউকেই কথাটা তো বলেন নি । আজ দরজার আড়াল থেকে সব শুনলুম । নরেশ বাবু ওখানেই কী যেন চাকরী করতেন—

সমীর । দিল্লীতে চাকরী করতেন !

মল্লিকা ॥ সেখান থেকে টাকাভেঙে নাকি—

সোমা ॥ কী বলছিস কী ?

সমীর ॥ (আপন মনে) সত্য তাহলে এই কারণেই এখানে এসেছিল—

মল্লিকা । না—না । কিন্তু যূথিকা দি তাই ভেবেছিলেন—সত্যবাবু ওঁদের চিনতেন কিনা—তাই যূথিকাদি নিজেই সব কথা ওঁর কাছে বলে হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছেন- -

সমীর ॥ সন্দেহ করে সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না—সত্য এই ভাবে আপনা থেকেই বিকশিত হয়—তাই না সোমা—-

মল্লিকা ॥ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা বলতো সোমা—নরেশবাবুর মতো গোবেচারা মানুষ—

সোমা ॥ থাক মল্লিকা—ওসব কথায় আর কোন দরকার নেই—

সমীর ॥ সত্য কোথায় ?

মল্লিকা ॥ যূথিকাদির ঘরে—

[প্রভাতের প্রবেশ]

প্রভাত ॥ কই—কই গেলা—হ—জানি—ঠিক আইয়া পড়ছ। ত্থাখ সমীর এই নিউক্ল এক্সোটা ভাঙনের দরকার। নইলে এই ফ্ল্যাটে আর থাকন যাইব না।

সোমা ॥ না—না—তোমরাও যেন আবার চলে যেতে চেও না ঠাকুর পো —

প্রভাত ॥ ক্যান আর কেউ গেছে নাকি !

সোমা ॥ হ্যাঁ—

মল্লিকা ॥ কে ?

সোমা ॥ নিতাই গড়গড়ি—

সমীর ॥ আর নিতাই গড়গড়ির বউ—

প্রভাত ॥ গেছে !—আমার কাঁকন—

মল্লিকা ॥ কী হচ্ছে কী—

প্রভাত ॥ বিরহ—হায়রে, অথন আমি কি করি ? ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আর কারে ডাকি।—যাক সমীর তোর একখান চিঠি—

সমীর ॥ চিঠি।

প্রভাত ॥ হ' সত্যবাবু দিছে—

সমীর ॥ সত্য (চিঠি পড়ে। তারপর মুড়ে রেখে) ছিঃ ছিঃ !

সোমা ॥ কী হলো ? কী লিখেছেন—

সমীর ॥ সত্য চলে যাচ্ছে সোমা—লিখেছে—না—থাক—

সোমা ॥ চলে যাচ্ছেন ? সেকী—তোমার সঙ্গে দেখা না করেই—না—না আমাদের ভুল বুঝে তাঁর যাওয়া হবেনা—

সমীর ॥ ভুল সে বোঝেনি সোমা—তবু তাকে আনা দরকার—চলো—প্রভাত—সত্য যূথিকা দির ঘরে বললি না ?

প্রভাত ॥ হ।

সমীর ॥ চলো সোমা—

[প্রস্থান]

প্রভাত ॥ অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট। কী যাইবা—

মল্লিকা ॥ না—

প্রভাত ॥ ক্যান !

মল্লিকা ॥ আমি বাপের বাড়ী চলে যাবো—

প্রভাত ॥ মল্লিকা—

মল্লিকা ॥ তুমি আপিসের ছুটি কাটাবে কি না বলো। দিনরাত্ত বাড়ীতে বসে থাকা—পুরুষ মানুষ হয়ে লজ্জা করে না—

প্রভাত ॥ ক্যান তুমিই তো কইছিলা—

মল্লিকা ॥ বেশ করেছিলুম—

প্রভাত ॥ দেখ, একটা কথা কই। আমরা মানুষরে নিজের চোখ দিয়া দেখি, তাই অন্যের প্রব্লেমটা ঠিক মতো ফিল করতে পারি না। নিজেরে দিয়াই একটা মতামত খাড়া কইর‍্যা লই। জীবনটা একই রকম ; কিন্তু তার প্রব্লেমটা সকলের কাছে একরকম না। কথাটা বুইঝা চলতে পারবা ?

মল্লিকা ॥ পারুম।

প্রভাত ॥ (চমকে) কী কইল্যা—

মল্লিকা। পাকিস।

প্রভাত॥ মল্লিকা—

[দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে মল্লিকা হাসে। সমীর ও সোমার প্রবেশ।]

সোমা॥ (হেসে) ঠাকুর পো ?

প্রভাত॥ পিসফুল কো একজিসটেন্স। অফিস যাইরাইতেছি কাল থিকা।

[সকলের মুখে হাসি। দরজার কাছে সত্য এসে দাঁড়িয়েছে।]

—: যবনিকা :—